হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 5, Issue No. 7, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, May 2016

"সাবেক পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশের সৃষ্টি হলে কিছু বুদ্ধিজীবি উল্লাসিত হয়ে বলেছিলেন, দ্বিজাতিতত্ত্ব মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে গেছে। এঁরা ইসলামের ইতিহাস জানেন না। কারবালার যুদ্ধে হোসেনের শিরচ্ছেদের পরেও যদি ইসলামী জাতীয়তাবাদ অক্ষুণ্ণ থেকে যায়, তবে সামান্য বাঙলাদেশের সৃষ্টিতে কী এসে যায়? গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ ছিল ক্ষণিকের বুদবুদ মাত্র। আজ বাঙলাদেশ পাকিস্তানের মত একটি ইসলামিক রাষ্ট্র।"

—রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়।

("স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ" পুস্তক হইতে)

খাগড়াগড়ের পুনরাবৃত্তি কি ঘটলো মালদার বৈষ্ণবনগরে

বোমা বিস্ফোরণে সিআইডি সহ হত ৬

গত ১লা মে, রবিবার মালদার বৈষ্ণবনগরের ঘেরা ভগবানপুরে মুসলমানরা বোমা বেঁধে তা পাচারের সময় বিস্ফোরণে ৪ যুবকের মৃত্যু হয়। তাদের নাম, কালাম সেখ (৪৫), ইসরায়েল সেখ (২৮), সুকু সেখ (৩০) ও শিমু সেখ (২৮)। ঘটনাচক্রে ওই চারজনই ছিল শাসক দলের সমর্থক এবং কালাম সেখ কুম্ভীরা গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য ছিল। এই ঘটনায় আরও তিনজন শাসক দল সমর্থক আহত হয়। ২রা মে, সোমবার ঘটনার তদন্তে গিয়ে বোমা ও বোমা তৈরির মশলা নিষ্ক্রিয় করার সময় তা ফেটে সিআইডি'র বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়ার্ডের তিনজন সদস্য গুরুতর জখম হন। প্রথমে তাঁদের মালদহ মেডিকেলে ভরতি করা হয়। কিন্তু অবস্থা খারাপ হওয়ায় চিকিৎসার জন্য দুজন সিআইডি কর্মীকে কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছিল। দুর্ভাগ্যবশত দুজন পথেই মারা যান।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, বেশ কিছুদিন ধরেই গিয়াসুদ্দিনের বাড়িতে বিভিন্ন লোক যাতায়াত করছিল। তারা সকলে স্থানীয় বাসিন্দা নয়। রবিবার রাত ১১টা নাগাদ বিকট শব্দে চারদিক কেঁপে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি জানায়, বিকট শব্দে প্রথমে হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। কি করব বুঝতে পারছিলাম না। কিছুটা থিতু হতে বাইরে বেরিয়ে দেখি চারদিক ধোঁয়ায় ভরে গেছে। ধোঁয়া সরতে দেখি ৭-৮ জন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ততক্ষণে আসেপাশের থেকে লোক ঘটনাস্থলে এসে গেছে। গ্রামবাসীরাই প্রথম বৈষ্ণবনগর থানায় খবর দেয়। ঘটনা স্থলে ২ জনের মৃত্যু হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। বাকিদের উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে এক জনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। পুলিশ বা

শেষাংশ ২ পাতায়

হিন্দু সংহতির প্রচেষ্টায় উদ্ধার অপহৃতা নাবালিকা

গত ২৪ শে এপ্রিল, রবিবার বনগাঁ থানার বাসিন্দা পুলক দাসের সতেরো বছর বয়সী নাবালিকা কন্যা সঙ্গীতা নিখোঁজ হয়। মেয়েটির অভিভাবকরা এলাকায় খোঁজ করে জানতে পারেন যে বাগদা থানা এলাকার জনৈক সামিম মন্ডল এই অপহরণের মূল হোতা। সামিমের বাড়িতে খোঁজ করতে গেলে তার বাড়ির লোকেরা পুলকবাবুদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে তাড়িয়ে দেয়। ২৫ তারিখ বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করা সত্ত্বেও পুলিশের ভূমিকায় সন্তুষ্ট না হয়ে অপহৃত মেয়েটির অভিভাবকরা হিন্দু সংহতির সাথে যোগাযোগ করেন। খোঁজ খবর করে জানা যায় যে সঙ্গীতা এবং সামিম গুজরাটের সুরাট-এ আছে। সেখানকার সংহতি সমর্থকদের সাথে কথা বলে মেয়েটির অভিভাবকদের সুরাট পাঠানো হয়। সেখানে গিয়ে দেখা যায় যে সামিম সঙ্গীতাকে নিয়ে সুরাট ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে পিপরিয়া নামের একটি জায়গায় আত্মগোপন করে আছে। সংহতি সমর্থকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মেয়েটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়। সামিমসহ মেয়েটি বর্তমানে পিপরিয়া থানায় পুলিশের হেপাজতে আছে। পিপরিয়া থানা থেকে বনগাঁ থানায় খবর পাঠানো হয়েছে। বনগাঁ থানা থেকে একজন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অফিসার পিপরিয়া থানায় পৌঁছালে সামিম এবং সঙ্গীতাকে হস্তান্তর করা হবে বলে জানা গেছে। সংহতির পক্ষ থেকে সভাপতি তপন ঘোষ গুজরাটের সংহতি সমর্থকদের এই কাজে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

(নিরাপত্তা জনিত কারণে নাবালিকা মেয়েটির এবং তার বাবার নাম পরিবর্তিত আকারে দেওয়া হল।)

কালী মন্দিরের পাশেই মসজিদ নির্মাণ

সংঘর্ষে উত্তপ্ত কোচবিহারের সিতাই

২৭ শে এপ্রিল বুধবার কোচবিহারের সিতাই ব্লকের সাতভান্ডারিতে কালীমন্দিরের পাশেই মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। উত্তেজিত এলাকাবাসী মসজিদটি ভেঙে দেয়। উত্তেজনা থাকায় এলাকায় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, সিতাই ব্লকের চামটা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতভান্ডারি গ্রামে বহু পুরাতন একটি কালী মন্দির আছে। কিছুদিন ধরেই মন্দিরের পাশে একটি মসজিদ তৈরি করছিল কিছু মুসলিম যুবক। এলাকার মানুষ তাতে কোন বাধা দেয়নি। কিন্তু ২৫শে এপ্রিল মসজিদ উদ্বোধনের দিন সেখানে গরু কাটা হয়। এরপর মুসলিমরা গরুর মাংস ও রক্ত পাশের কালী মন্দিরে ফেলে। শুধু তাই নয়, পাগলাহাট বাজার ও বিভিন্ন নলকূপের জলেও গরুর রক্ত ফেলা হয়। ২৬ তারিখ সকালে বিষয়টি সকলের নজরে আসতে এলাকার মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে মসজিদ বন্ধ করে দেওয়ার দাবী জানায়।

বুধবার সাতভান্ডারি ও আশেপাশের এলাকার কয়েক হাজার মানুষ মসজিদের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। খবর পেয়ে সিতাই থানার পুলিশ আসে। তাদের আচরণে সাধারণ মানুষ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। উত্তেজিত জনতা পুলিশের সামনেই মসজিদটি ভেঙে ফেলে। এরপর কোচবিহার জেলাশাসক উল্লানাথন, জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি রাজেশ যাদব ঘটনাস্থলে এলে সাধারণ মানুষ তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। দুষ্কর্মের নায়ক নাড্ডু মিঞার গ্রেফতারের দাবীতে তারা সোচ্চার হয়। তাদের দাবী, মসজিদ বানানোতে প্রাথমিকভাবে তাদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু মসজিদ উদ্বোধনের দিন রাতে গরু কেটে তার মাংস মন্দিরে ফেলা, জলে গরুর রক্ত মিশিয়ে দেওয়াটাকে মেনে নিতে পারেনি এলাকার হিন্দুরা। এই মসজিদ থাকলে আগামী দিনে এ রকম আরও সমস্যা হতে পারে ভেবে উত্তেজিত এলাকাবাসী মসজিদটিকেই ভেঙে দেয়।

আসল দোষীদের না ধরে সাতজন হিন্দু যুবককে গ্রেফতার করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে স্থানীয় হিন্দুরা। পুলিশের এই একচোখামি কাজের তারা প্রতিবাদ করছে এবং অবিলম্বে মুসলিম দুষ্কৃতিদের গ্রেফতারের দাবী জানাচ্ছে। তবে বুধবারের ঘটনা প্রসঙ্গে কোচবিহারের জেলাশাসক পি উল্লানাথন জানান, মন্দিরের পাশে মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে এই সমস্যার সূত্রপাত। কিন্তু পুলিশের উপস্থিতিতে সব মিটে গেছে। এলাকার পরিস্থিতি এখন শান্ত।

রাঁচিতে রামনবমীর মহামিছিলে তপন ঘোষ

ঝাড়খন্ডের মেসরা'র ৩৬টি আখড়া, বজরং দল, লহেরি গুরুজী'র ভক্তবৃন্দ, এবং বিআইটি'র সমস্ত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক মহোদয় ও শিক্ষানুরাগীর দল এই বছর 'শ্রী রামনবমী' উপলক্ষে যে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, হিন্দু সংহতির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রদ্ধেয় তপন ঘোষ ছিলেন তার মুখ্য অতিথি।

অনুষ্ঠান মঞ্চ ঘিরে সাধারণ মানুষের বিশেষত যুবসম্প্রদায়ের এই স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান, সমবেত উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা, এমন প্রাণশক্তি তথা চেতনার উন্মেষ এককথায় অভূতপূর্ব! এখানে ওখানে সর্বত্র, খাপ খোলা তলোয়ার সহ অন্যান্য প্রথাগত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নির্ভীক ও বলিষ্ঠহৃদয় হিন্দু শূরবীর'দের প্রদর্শিত সম্মিলিত যুদ্ধ কৌশল, তাদের কঠোর-কঠিন মুখগুলো যেন হিন্দু যোদ্ধার প্রাণসত্ত্বাকেই পুনঃজাগরিত করে। হিন্দুর শৌর্য-বীর্যসম্পন্ন ক্ষাত্র শক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে এ যেন এক নতুন আশার উদ্ভাসন।

রামানুসারিদের বিরাট জনসমাগমে একসময় গোটা জাতীয় সড়ক'টাই অবরুদ্ধ হয়ে যায়। কম করে হলেও অন্তত লাখ দুয়েক মানুষের জনজোয়ারে রাঁচির যেন সব কয়টি রাস্তাই হয়েছে মুখর। তারই মাঝে, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রবল হর্ষধ্বনি, উৎসাহ এবং উন্মাদনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।

মেসরা বিআইটি ফ্যাকালটি মেম্বার পদ্মচরণ বেহারা এই অনুষ্ঠানের অন্যতম সংযোজক ছিলেন। সহযোগিতায় ছিলেন স্থানীয় বজরং দলের সংযোজক বিশাল সিং। অনুষ্ঠানে হিন্দু সংহতির সর্বভারতীয় সভাপতি তপন ঘোষ সহ সভাপতি দেবদত্ত মাঝি ও সংহতি কর্মী রাজীব সিংকে তরবারি উপহার দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়া শক্তি প্রদর্শনে অংশগ্রহণকারী ৩৬ টি আখড়ার প্রমুখকে তরবারি ও 'রামচরিত মানস' উপহার দেওয়া হয়।

আমাদের কথা

‘‘সত্যি যদি আইএস কখনও ভারত দখল করে...’’

তবে ভারতভূমির বুকে হিন্দু নিধন যজ্ঞ চলবে। ইসলামের বিশ্বস্ত বান্দারা হিন্দুর রক্তে ভারতের মাটি পিচ্ছিল করে তুলবে। দার-উল-হার্ব ভারত হবে দার-উল-ইসলাম। ধর্মনিরপেক্ষ ভারত হবে ইসলামিক রাষ্ট্র। গণতন্ত্র হবে পদদলিত। দেশব্যাপী চালু হবে শরিয়তি আইন। যারা ভীরু, কাপুরুষ-তারা ইসলামিক হুকুমতের কাছে মাথা নত করবে- সুন্নত করে মুসলমান হবে। কারণ আল্লা যে কাফেরের পূজা নেননা। আর কাফেরের মহিলারা হবে গণিমতের মাল। ধর্ষণ করার পর তাদেরকে বোরখায় ঢেকে হাত পা বেঁধে বাজারে এনে বসান হবে বিক্রির জন্য। মন্দিরগুলো ধ্বংস করে ফেলা হবে। অবশিষ্টগুলো মসজিদে পরিণত করা হবে। ভারতভূমি হবে পৃথিবীর বৃহত্তম আল্লার বান্দার দেশ। ইসলামিক স্টেটের প্রতিষ্ঠাতা আবু বকর আল-বাগদাদী বোধ হয় প্রতিদিন রাতে শুতে যাওয়ার আগে এই রকম সুখ স্বপ্ন দেখেন।

কিন্তু এ কি বাগদাদীর নিছক সুখস্বপ্ন বা অলীক কল্পনা? ইরাক বা সিরিয়ায় এটাই কি আজ বাস্তব নয়? সেখানে হাজার হাজার নিরাপরাধ মানুষকে ধর্মের নামে হত্যা করা হয়নি? ইয়েজিদি সম্প্রদায়ের মহিলাদের ধর্ষণের পর বাজারে এনে ক্রীতদাসীর মতো বিক্রি করা হয়নি? প্রশ্ন উঠতে পারে ইরাক-সিরিয়া আর ভারতের পরিস্থিতি এক নয়। আর আল-বাগদাদীর পক্ষে এতটা পথ এসে ভারত অধিকার করাও সম্ভব নয়। অতএব আতঙ্কিত হওয়াটাও অলীক কল্পনা মাত্র। বন্ধু, তাহলে বলতে হয় আপনি হয় ইতিহাস জানেন না, নয় তো তা অস্বীকার করছেন। চোখে ঠুলি পড়ে থাকার দরুন বর্তমান পরিস্থিতিটাকেও দেখতে পাচ্ছেন না। কারণ আপনারা সব মাকু স্যেকুর দল। মার্কসবাদ আপনাদের বুদ্ধি ও ভাবনাকে বিকলঙ্গ করেছে আর সেক্যুলারিজমের আফিম আপনাদের চেতনাকে করেছে অবশ। তাই সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করার বোধশক্তিটাও আপনারা হারিয়েছেন। সেই বোধ শক্তিকে জাগাতে কতগুলি বিষয়কে আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই।

প্রথমতঃ হাজার বছর ধরে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি বাস করলেও হিন্দু সমাজ কখনই ইসলামের স্বরূপ জানতে চায়নি। হিন্দুরাও ধর্মান্ধ; কিন্তু ইসলামের মতো বিধর্মীর প্রতি রক্তচক্ষু দেখায় না। ইসলাম মতে, বিধর্মী মানেই কাফের, তার উপর হিন্দুরা মূর্তিপূজক যা ইসলামের চূড়ান্ত বিরোধী। তাই একজন হিন্দু কখনই মুসলমানের চোখে বন্ধু, ভাই বা আপনজন হতে পারে না। এই চরম সত্যটা আমাদের পূর্বপুরুষরা বুঝতে পারেনি। ইসলামের আইডিওলজিটা না জেনেই একটা জগাখিচুড়ির সম্প্রীতি গড়ে তুলতে চেয়েছে হিন্দুরা, তার ফল দেশভাগ হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম। এখনও হিন্দুরা মহান সামাজিক সম্প্রীতির নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। এবারে তার ফল যে আরও মারাত্মক হবে, তা অনুধাবন করতে হিন্দু সমাজ একটু ভাবুন।

দ্বিতীয়তঃ আল-বাগদাদীকে সুদূর ইরাক থেকে বাহিনী নিয়ে ভারত জয় করতে আসতে হবে কেন। ভারতে বসবাসকারী মুসলিম সমাজের অধিকাংশের মনেই আইএস আছে। ইতিমধ্যেই ভারত থেকে বেশ কিছু যুবক আইএস-এর হয়ে যুদ্ধ করতে ইরাক গেছে। হাজার হাজার মুসলিম যুবক ইসলামের ধর্মযুদ্ধে যাওয়ার জন্য ছটফট করছে। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে আইএস ঘাঁটি গেড়েছে (বাংলাদেশী যুবকেরাই আইএসে যোগ দিয়েছে), সর্বোপরি ভারতের শত্রুরাষ্ট্র পকিস্তান তো আছেই। তাই বাগদাদীর চিন্তা কী? এরাই তো ভারতকে দার-উল-ইসলাম বানানোর কাজে সদা সক্রিয় থাকবে।

তৃতীয়তঃ ভারতের পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছে ধর্মনিরপেক্ষতা। রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতা যতটা হিন্দুরা শ্রদ্ধার সঙ্গে মান্য করে ততটা মুসলমানরা মান্য করে কি? ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতা বলে কোন কথা নেই। তারা সংখ্যালঘু, তাই রাষ্ট্রীয় বিধান তাদের মেনে চলতে হচ্ছে। কিন্তু মেনে নেওয়া আর মনে নেওয়া তো এক জিনিস নয়। যদি সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তাহলে সংবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অচিরেই ভারত ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে। বাংলাদেশই তো তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। ভারতের বুদ্ধিজীবীরা (এদের বেশিরভাগই হিন্দু) এ কথা স্বীকার করতে চাইবে না। বিশেষ করে মার্কসবাদের সমর্থকেরা একে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবেন। এদেশে এরা ইসলামের দালালী করতে করতে দেউলিয়া হয়ে গেল, তবু তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হল না। কিন্তু মার্কস সাহেব ইসলামের স্বরূপকে প্রকৃতই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ‘‘কোরান এবং তার থেকে উদ্ভূত ইসলামী আইন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভৌগোলিকতা এবং জনচিত্রকে এক সাধারণ ও সহজ দুইজাতি এবং দুই দেশের বিভাজনে নামিয়ে আনে; বিশ্বাসী অর্থাৎ মুসলিম আর অবিশ্বাসী হল ‘‘হার্বি’’, যাকে বলে শত্রু। ইসলাম অবিশ্বাসীদের জাতিকে নিষিদ্ধ করে, মুসলমান আর অবিশ্বাসীর মধ্যে, এক চিরস্থায়ী শত্রুতা তৈরী করে।’’- একেবারে যথার্থ মূল্যায়ন। তাই পৃথিবার কোন মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে মার্কসইজম্ বিস্তার লাভ করতে পারলো না। এ সত্য বোঝার মতো মানসিক শক্তি এ দেশের কমিউনিস্টদের নেই।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের এক মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম (ববি) তাঁর নির্বাচনী এলাকার একটি অঞ্চলকে ‘মিনি পাকিস্তান’ বলে উল্লেখ করেন। এ কথাই প্রমাণ করে ফিরাহাদ হাকিমের মনে প্রচ্ছন্নভাবে ‘পাকিস্তান’ বিরাজ করছে। ভারতেও অবাক লাগে উনি ভারতের একটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য। অথচ পাকিস্তান তাঁর মনে সদা জাগরুক। তবে তিনি যা বলেছেন, তা শুধু তার মনের কথাই নয়, কঠিন বাস্তব সত্যও বটে। কলকাতার উপকণ্ঠে গার্ডেনরিচ মিনি পাকিস্তানই বটে। এরকম বহু ‘মিনি পাকিস্তান’ পশ্চিমবঙ্গের বুকে ছড়িয়ে আছে।

তাই, ভারত দখল করার পরিকল্পনা বাগদাদীর মোটেই অলীক কল্পনা নয়। সমস্ত পরিস্থিতি বিচার করেই তিনি এরূপ মন্তব্য করেছেন। এখন দেখার, এই হুমকি আমাদেরকে কতটা সচেতন করে। আসলে সরষের মধ্যেই ভূত বর্তমান। এই ভূত তাড়াতে না পারলে হিন্দুদের ভিটেমাটি হারানোর আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

লাভ জেহাদের শিকার তরুণী উদ্ধার

লাভ জেহাদের শিকার এক তরুণীকে অসম থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। তরুণীর বাড়িও রায়গঞ্জে। এই ঘটনায় পুলিশ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। ধৃত যুবকের নাম দিলওয়ার হোসেন। তার বাড়ি অসমের ইটাহারের ভারলাইল গ্রামে। গত ১০ই মার্চ থেকে রায়গঞ্জের ওই যুবতী নিখোঁজ ছিল। তার বাড়ির লোক রায়গঞ্জ থানায় নিখোঁজ ডায়েরী করলে পুলিশ মেয়েটিকে উদ্ধার করে তার বাড়ির লোকের হাতে তুলে দেয়।

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

শক্ত প্রতিরোধে পিছু হটতে বাধ্য হল চাকারবেড়িয়ার দুষ্কৃতিরা

প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তি ও নববর্ষ উপলক্ষে বারুইপুর থানার অন্তর্গত চন্ডীপুরের বামনপাড়ায় পাঁচশো বছরের পুরানো গোষ্ঠমেলা বসে। কিন্তু চাকারবেড়িয়া থেকে মুসলিম যুবকেরা এসে প্রায় প্রতিবছর কোন না কোন কিছুর অজুহাতে মেলায় গন্ডগোল বাধায়। এবারও মহিলাদের কটূক্তি করায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মুসলিম যুবকদের বচসা হয়। যা প্রায় রণক্ষেত্রের আকার নেয় পরবর্তী সময়ে।

শুধু অশোভন আচরণ নয়, চাকারবেড়িয়ার মুসলিমরা এখানে জুয়ার ঠেক বসায়। জুয়া খেলায় হার-জিৎ নিয়ে প্রায়ই নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল বাঁধে। এতে মেলায় আসা সাধারণ মানুষদের অসুবিধায় পড়তে হয়। এছাড়া মেয়েদের উত্যক্ত করা, তাদের উদ্দেশ্যে অশালীন মন্তব্য করে চাকারবেড়িয়ার যুবকেরা। অনেকসময় আতঙ্কিত মহিলারা মেলা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এবার সুনীল মন্ডলের নেতৃত্বে মেলার উদ্যোক্তারা প্রতিবাদ করে। এমনকি মেলা থেকে জুয়ার ঠেকও উঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে দুপক্ষের মধ্যে তুমুল বচসা থেকে গণ্ডগোল শুরু হয়। হিন্দুদের শক্ত প্রতিরোধের সামনে দাঁড়াতে না পেরে মুসলিম যুবকেরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। মূলতঃ এলাকার মাস্তান বলে পরিচিত মোস্তাকিনির (পিতা-কাসেম, সর্দার পাড়া) দলবল এই ঘটনা ঘটিয়েছে। মোস্তাকিনি এলাকায় টিএমসি কর্মী বলে পরিচিত। অপরদিকে, সিপিএম-এর গুন্ডা সাবুরালি-র দলও মেলা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এরপর চাকারবেড়িয়ার দুই গোষ্ঠী পরস্পর নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে। অস্ত্র নিয়ে একে অপরকে আক্রমণ করে। এর রেষ এসে পড়ে চন্ডীপুরে। মোস্তাকিনি ও তার দলবল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চন্ডীপুর বাজারের দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। এবারও চন্ডীপুর বাজারের হিন্দু দোকানদাররা একজোট হয়ে এর প্রতিবাদ করে। বাজার কমিটির এক ব্যক্তি জানান, চাকারবেড়িয়ার দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গণ্ডগোল হয়েছে, তার প্রভাব যেন চন্ডীপুর বাজারে না আসে। মোস্তাকিনির চাপের কাছে নতিস্বীকার না করে বাজারের সমস্ত দোকান খোলা রাখা হয়।

আসামে সাত বাংলাদেশি জঙ্গি গ্রেপ্তার

আসামের চিরাং জেলায় জঙ্গি অভিযোগে বাংলাদেশী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর সাত সদস্যকে আটক করে স্থানীয় পুলিশ।

স্থানীয় পুলিশের বার্তা সংস্থা আইএএনএস জানিয়েছে, আটক হওয়াদের মধ্যে দুজন মসজিদের ইমাম। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা দলের সদস্যদের শারীরিক ও অস্ত্র প্রশিক্ষণের ক্যাম্প গড়ে তুলেছেন। আটক হওয়া সাতজন হলেন জয়নাল আবেদিন (৩২), রেজ্জাক আলী (২১), সোলেমান আলী (২৮), দিদার আলী (২৩), মো. নুরুল ইসলাম (২৭), রফিকুল ইসলাম ও উখিলুদ্দিন (৩৩)।

পুলিশ জানিয়েছে, এই সাতজনের মধ্যে জয়নাল আবেদিন ও রেজ্জাক আলী আমগুরি মসজিদের ইমাম। এর আগে ১৬ই এপ্রিল চিরাং ও কোকরাঝাড়ের পুলিশ জঙ্গি অভিযোগে চার জনকে আটক করে। তাদের বিরুদ্ধেও চিরাংয়ে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপনের অভিযোগ রয়েছে।

বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল এরিয়ার পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল এলআর বিশন বলেন, ‘আগের আটক চার জিহাদিকে জেরা করে আমরা এই সাতজনের কথা জানতে পেরেছি। এই সাতজনকে নিয়ে মোট আটকের সংখ্যা দাঁড়ালো ২৯।’

পাক্ হিন্দু শরণার্থীদের দেশের সন্তানের স্বীকৃতি

পাকিস্তান থেকে আগত অসংখ্য হিন্দু শরণার্থীকে ভারতের মাটিতে শুধু বসবাসের অধিকার নয়, সেই সঙ্গে সম্পত্তি কেনা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং প্যান ও আধার কার্ড করার অনুমতি দিতে চলেছে নরেন্দ্র মোদীর কেন্দ্রীয় সরকার। এক কথায় ভারতে বসবাসকারী প্রধানত পাকিস্তানি হিন্দুদের নাগরিকত্বের অধিকার দিতে চলেছে সরকার। উল্লেখ্য, বিগত কয়েক দশক ধরে পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত হিন্দুরা ভারতে পালিয়ে এসে বিভিন্ন স্থানে বসবাস করছে। অথচ কোন সরকারকেই তাদের প্রতি সহৃদয় হতে দেখা যায়নি। হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানান।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিনিধি জানিয়েছে, পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুরা, যারা দীর্ঘ মেয়াদি ভিসা নিয়ে ভারতে রয়েছে, তাদের সমস্যার কথা ভেবেই কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তারা এদেশে নাগরিকের মতো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ পাবে, নিজের থাকার ও কাজের জন্য বাড়ি বা জায়গা কিনতে পারবে। দেশের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক নয়, এমন ব্যবসা করার অনুমতি ও বিদেশী নাগরিক নথিভুক্তিকরণ অফিসে সশরীরে হাজিরা দেওয়া থেকে তাদের ছাড় দেওয়া হবে। তারা দেশের মধ্যে যে কোন জায়গায় বিনা বাধায় যেতে পারবেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ১৩টি প্রধান শহরের যে কোন জায়গায় তারা বসবাস করতে পারবে।

১ম পাতার শেষাংশ

বোমা বিস্ফোরণে সিআইডি সহ হত ৬

সাংবাদিকের কাছে তারা মুখ খুলতে রাজি হয়নি। পুলিশ আসার পর জানতে পারে ঘটনাস্থলে আরও বোমা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বোম স্কোয়াডের কর্মীদের খবর দেওয়া হয়। দুঃখের বিষয় বোমা নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে দুইজন বোম স্কোয়াডের কর্মী বোমা ফেটে গুরুতর আহত হন। পরে তাঁদের মৃত্যু ঘটে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য মৃত কালাম সেখের কাকা গিয়াসুদ্দিন সেখের বাড়ীতেই বোমা বাঁধা হচ্ছিল। প্রায় পাঁচদিন আগে গিয়াসুদ্দিন পাকুয়ায় যান। তারপরই ওই বাড়ীতে দুষ্কৃতিরা ডেরা বাঁধে। রবিবার রাতে বোমা স্যুটকেসে ভরে পাচারের সময় বিস্ফোরণ ঘটে। সেই ধ্বংসস্তূপ থেকেই সিআইডি বোমার প্রচুর মশলা, বোমা তৈরির জন্য রাখা বল ইত্যাদি পায় এবং সেগুলো বাজেয়াপ্ত করে নেয়।

বৈষ্ণবনগরের ঘটনা গত দুবছর আগের খাগড়াগড়ের স্মৃতিকে আবার নতুন করে উস্কে দিয়েছে। যে প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক সেখানে মজুত করা হয়েছিল তা থেকে মনে হয় বড় কোন ঘটনা ঘটানোর চক্রান্ত ছিল। পশ্চিমবঙ্গে এখন ভোট চলছে। সেই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়েছিল দুষ্কৃতিরা। কিন্তু হঠাৎ বিস্ফোরণ তাদের সে চক্রান্ত মাটি করে দিল। এর সঙ্গে বাংলাদেশর জঙ্গি যোগের সম্পর্কেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হলে প্রকৃত সত্য সকলের সামনে উঠে আসবে বলে ওয়াকিবহল মহলের ধারণা।

ভারতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের রূপকার নেহেরু?

তপন কুমার ঘোষ

নেহেরু নেহেরু নেহেরু। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র আমাদের এই ভারতবর্ষ। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর বিশাল অশিক্ষিতের সংখ্যা নিয়ে এদেশে গণতন্ত্রের এরকম শক্ত বনিয়াদ গঠন করা সম্ভব হল কী করে? বিশেষ করে যে দেশে হাজার হাজার বছরের রাজতন্ত্রের পরম্পরা! সেই দেশে গণতন্ত্র চালু করা ও তা টিকিয়ে রাখা - এ তো প্রায় অসাধ্য কাজ। এই অসাধ্য সাধনই সম্ভব হয়েছে মাত্র একজন ব্যক্তির জন্য। তিনি হচ্ছেন জওহরলাল নেহেরু। এই ধারণা /মতামত ভারতে প্রায় সর্বশিক্ষিতজন স্বীকৃত। নেহেরু উদার মনের মানুষ ছিলেন, গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্ভাসিত ছিলেন। তাই দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টিও তাঁরই অবদান। অনেকেই ভারতেরই মত বিশাল জনসংখ্যাযুক্ত দেশ চিনের সঙ্গে ভারতের তুলনা করেন। চিন পারলো না, আমরা পেরেছি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ও তাকে টিকিয়ে রাখতে।

বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক। ১৯৪৭ থেকে যতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস দল সরকার গঠন করার মত ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল, ততদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শুধু নেহেরুর বংশধরেরাই বসেছেন, অথবা নেহেরু পরিবারের লোকেরাই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী পদের স্বাভাবিক দাবীদার বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। নেহেরুর মৃত্যুর পর, লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অকালমৃত্যুর পর কংগ্রেসে অনেক যোগ্য নেতা ছিলেন। কিন্তু অনেক জুনিয়র ইন্দিরা গান্ধী-ই মনোনীত হলেন। রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর অত্যন্ত যোগ্য প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিংহ রাওকে, যিনি বর্তমান মুক্ত অর্থনীতির স্থপতি, কংগ্রেসীরা মেনে নিতে পারে নি। ২০০৪ থেকে ২০১৪ কোন বিশেষ কারণবশতঃ সোনিয়া গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হতে না পারায় একটা রোবটের মত মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী থাকলেও কংগ্রেসীরা জানতো যে সোনিয়া গান্ধীই সূত্রধার। আর সিং সাহেব অভিনেতা মাত্র। আর সিং সাহেবও সব সময় তাঁর আচরণে বুঝিয়ে দিয়েছেন কে প্রভু আর কে দাস। প্রিয়াঙ্কা ভদ্রার তিন বছরের শিশুপুত্রের সামনে মনমোহন সিং-এর জোড়হাত করা, মাথা ঝোঁকানো ছবিটা দেশবাসী সহজে ভুলতে পারবে না।

আজ কংগ্রেস যখন ক্ষমতা থেকে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছে (লোকসভায় বর্তমানে ৪৪) তখনও সাধারণ কংগ্রেস কর্মীরা নেহেরু পরিবারের বাইরে কাউকে নেতা হিসাবে কল্পনাও করতে পারছেন না। অথচ ১৯৯৮ সালে অসভ্যের মত সোনিয়া গান্ধী সীতারাম কেশরীর হাত থেকে কংগ্রেসের সভাপতিত্বের পদ কেড়ে নেওয়ার পর থেকে ২০১৪ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৬ বছর দলের নেতৃত্ব সোনিয়া গান্ধী ও পুত্র রাহুল গান্ধীর হাতে থাকা সত্ত্বেও ২০১৪-তে কংগ্রেসের এই শোচনীয় পরাজয়ের জন্য, দেশের বহু রাজ্য থেকে কংগ্রেসের অস্তিত্ব মুছে যাওয়ার জন্য কোন কংগ্রেসীই সোনিয়া অথবা রাহুলকে দায়ী করছেন না। কংগ্রেস দলটা স্বর্গে উঠুক অথবা অধঃপতনে যাক - নেতা করতে হবে ওই একটি পরিবার থেকেই। কংগ্রেস দলের মধ্যে এত সুন্দর গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও পরম্পরার ভিত যিনি স্থাপন করেছিলেন, সেই নেহেরু ভারতবর্ষের মত এই বিশাল দেশে গণতন্ত্রের প্রধান স্থপতি ও রূপকার, এই কথা বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও ঐতিহাসিকরা দেশবাসীকে এতদিন বুঝিয়ে এসেছেন। এই তত্ত্বকে প্রশ্ন করার সাহস কারও হয়নি। কোনও সাধারণ মানুষ সেই প্রশ্ন করার দুঃসাহস দেখালে তাকে সাম্প্রদায়িক, মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার অধিকারী - আরও কত কি গালাগালির দ্বারা তীরবিদ্ধ করা হয়। আর যদি কোন ঐতিহাসিক, অধ্যাপক, গবেষক এই প্রশ্ন করার দুঃসাহস, দেখান, তাহলেই তিনি হবেন এলিট ক্লাসে একঘরে, UGC, ICHR ইত্যাদি সমস্ত শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান থেকে চিরতরে নির্বাসিত। মস্কোর নির্দেশে ভারতে বাম ও কংগ্রেসীদের অনৈতিক আঁতাতের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমি অন্যত্র লিখেছি।

আর একজন নেহেরু বিশ্বে খুব পরিচিত। তিনি হচ্ছেন সমাজতান্ত্রিক নেহেরু। সেই সমাজতন্ত্রের 'সুফল' আমরা এখনও ভোগ করছি। নেহেরু নাকি সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন! মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক ভেদ তিনি বড়ই অপছন্দ করতেন। এই অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে তিনি ভারতে সমাজতন্ত্র আনার চেষ্টা করেছিলেন, যদিও সমাজতন্ত্র শব্দটার সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা কেউ জানে না। তবে একটা ভাসা ভাসা ধারণা সকলেরই আছে যে সমাজতন্ত্রে খুব বড়লোকও কেউ থাকবে না, অতি গরীবও কেউ থাকবে না। সবাই দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাবে আর মানুষের ন্যূনতম চাহিদাগুলো পূরণ হবে ওই সমাজতন্ত্রের দ্বারা। আরও ধারণা আছে যে এই কাজগুলো হবে সরকারের দ্বারা এবং সেই সরকারটা হবে সমাজতান্ত্রিক।

নেহেরু ছিলেন আপাদমস্তক সমাজতান্ত্রিক এবং ভারতে সমাজতন্ত্র তিনি তৈরী করেছিলেন। অথবা ভারতে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য তিনি আন্তরিক চেষ্টা করেছিলেন। স্বাধীন ভারতে সব থেকে বড় পাঁচটি ধাপ্পার মধ্যে এটি অন্যতম: সমাজতান্ত্রিক নেহেরু ও তাঁর দ্বারা রচিত ভারতের সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা।

রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে শ্রমিক শ্রেণী পরিচালিত দল দ্বারা প্রচন্ড শক্তিশালী 'জার' সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করা গোটা পৃথিবীর শিক্ষিত মানুষকে আশ্চর্যচকিত করে দিয়েছিল। আর তার সঙ্গে কমিউনিস্টদের ঘোষণা - আর ধনী দরিদ্র থাকবে না, সমস্ত সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা লুপ্ত হয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্থাপিত হবে। যার যতটা ক্ষমতা সে ততটা কাজ করবে, আর যার যতটা প্রয়োজন সে ততটাই পাবে। এইসব উদার, স্বপ্নিল ঘোষণা বিশ্ববিবেককে উদ্বেল করে তুলেছিল। সেই উদ্বেল আবেগ স্পর্শ করেছিল বিশ্বের প্রায় সমস্ত শিক্ষিত ও সচেতন মানুষকে। আমি নিজে আমার বাবাকে সেই আবেগতাড়িত হতে দেখেছি। এমনকি রবীন্দ্রনাথের মত মানুষও এর থেকে বাদ যাননি। কিন্তু মোহজাল ছিঁড়ে যাঁদের দেখার ক্ষমতা ছিল তাঁদেরই মধ্যে একজন লেখক জর্জ অরওয়েল রচনা করেছেন 'The Animal Farm'। বার্নার্ড শ' বলেছেন, ৩০ বছরের অধিক বয়সী কেউ যদি ওই সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে তাহলে বুঝতে হবে তার মস্তিষ্ক বস্তুটিতে ঘাটতি আছে।

সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, আজকের ৯৯ শতাংশ শিক্ষিত কমিউনিস্টও NEP কথাটি জানে না। অথচ প্রায়োগিক সাম্যবাদে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে ক্ষমতা দখল করেই কার্ল মার্কসের তত্ত্ব অনুসারে লেনিন রাশিয়ার সমস্ত সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা খতম করে দিয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ঘোষণা করে দিলেন। আর কমিউন প্রথা চালু করে দিলেন, যেখানে পুরুষ আর নারী একসঙ্গে থাকবে, সময় মত তারা কাজ করতে যাবে, সন্তান উৎপাদন করবে। কিন্তু সন্তানেরও মালিক হবে রাষ্ট্র। অর্থাৎ বাচ্চার দেখাশুনার দায়িত্বও হবে রাষ্ট্রের, অর্থাৎ সরকারের, অর্থাৎ কমিউনের। মনে রাখতে হবে, তখন রাশিয়া ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। প্রথমবারেই মার্কসের তত্ত্ব ফেল। মার্কস বলেছিলেন, তাঁর কাঙ্খিত বিপ্লব প্রথমে শিল্পপ্রধান দেশে হবে। অর্থাৎ জার্মানী অথবা ইংলন্ডে হবে। তা না হয়ে হল কৃষিপ্রধান রাশিয়াতে। দ্বিতীয়টিও হল কৃষিপ্রধান চিনে। যাইহোক, ১৯১৭ থেকে ১৯২০ মার্কসীয় উদ্ভট অর্থনীতির ফলে রাশিয়ায় ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। লেনিনের সামনে কোন বিরোধী দল নেই। লেনিনের হাতে একচ্ছত্র ক্ষমতা। কিন্তু দেশটা তো চালাতে হবে! উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে দেশে হাহাকার। দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। লেনিনের অবস্থা—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। তাই ১৯২১ সালে তিনি শুরু করলেন NEP অর্থাৎ New Economic Policy। মার্কসীয় অর্থনৈতিক মডেলকে কুলোর হাওয়া দিয়ে বিদায় করে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা আংশিকভাবে ফিরিয়ে আনলেন। তারপর ভল্কা দিয়ে অনেক জল ব'য়ে গেছে। লেনিন থেকে শুরু করে গোর্বাচেভ পর্যন্ত কত নেতা, কত নীতি, কত মত, কত পরিবর্তন! কিন্তু কমিউনিস্ট সোভিয়েত রাশিয়ায় দুটি মাত্র জিনিস পাল্টায়নি। এক) ডিক্টেটরশিপ এবং দুই) অনুন্নয়ন। শুধু রাশিয়াই নয়, সমস্ত কমিউনিস্ট দেশগুলোর একই চিত্র - ডিক্টেটরশিপ আর অনুন্নয়ন। চিন বর্তমানে যে একটুখানি উন্নয়নের মুখ দেখেছে, তা মার্কসের নীতি, তত্ত্ব ও মডেলকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে তবেই সম্ভব হয়েছে - একথা অতিবড় কমিউনিস্টও স্বীকার করবে। তাই শিক্ষিত কমিউনিস্টরা আজ আর লজ্জায় চিনের উন্নয়নের কথা বলে না।

ফিরে আসি সোভিয়েত রাশিয়ার কথায়। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, রবীন্দ্রনাথও সেই সত্য দর্শন করতে পারেননি যা সৈয়দ মুজতবা আলী পেরেছিলেন। অসাধারণ এক রম্যরচনায় মুজতবা আলী সোভিয়েত রাশিয়ার অবস্থা ব্যঙ্গ করে বলেছেন - সেখানে কমরেডরা রকেটে চেপে যাচ্ছে কোন এক জায়গায় কাঁচালঙ্কার খোঁজ পাওয়া গেছে বলে। অর্থাৎ প্রচারে রকেট, বাস্তবে কাঁচালঙ্কারও অমিল। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় ধনী-দরিদ্র সমান করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে আবেগে ভাসছে পৃথিবীর বহু লোক। আমাদের জওহরলাল নেহেরুও তার মধ্যে একজন। এজন্য নিশ্চয় তাঁকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু কয়েকবার মস্কো যাতায়াত করে এবং রাশিয়ার শাসকদের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদানের ফলে নেহেরু বুঝলেন যে কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রকে তিনি যতটা মিষ্টি ভেবেছিলেন, এটা তার থেকেও বেশী মিষ্টি। এই নীতিতে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর যা করবে তা করবে, কিন্তু রাশিয়ার শাসকদের সঙ্গে আঁতাত তাঁকে ক্ষমতার আসনে নিরঙ্কুশ করে দেবে। গল্প সেই নেতাজীর আর সাইবেরিয়ার! নেতাজীকে আটকে রেখে অথবা চিরতরে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে ভারতে নেহেরুর গদীকে নিষ্কন্টক করে দেওয়া। তাই রাশিয়ার গুণগান, সমাজতন্ত্রের জয়গান। তাই রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব। আসলে যা এক অনৈতিক আঁতাত ও ষড়যন্ত্র।

স্বাধীন ভারতের অর্থনীতির বুনিয়াদ তৈরী করতে হবে। প্রথমেই নেহেরু তাঁর উন্নয়নের দর্শন বা নীতিবাক্য বলে দিয়েছেন। তাঁর উক্তি, 'বোকারো স্টীল প্লান্ট, ভাকড়া নাঙ্গাল ড্যাম, ইত্যাদি বৃহৎ সরকারী উদ্যোগগুলি হবে আধুনিক ভারতের মন্দির'। আমি পাঠকদেরকে একটি অন্য দেশের ইতিহাসে নিয়ে যেতে চাই। হিটলারের অমানবিক স্বৈরতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ শেষে উন্নত জার্মানী দেশটা এক বিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কোনদিন আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে, এ কল্পনা করাও যেন অসম্ভব ছিল। জার্মান জাতির ঔদ্ধত্য চিরতরে নষ্ট করার জন্য দেশটাকে ভেঙে দু'ভাগ করে দেওয়া হল। পূর্ব জার্মানীর দখল নিল সোভিয়েত রাশিয়া। পশ্চিম জার্মানী গেল আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে। পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর হলেন হিটলারের আমলে লাঞ্ছিত কোলোন শহরের প্রাক্তন মেয়র কনরাড অ্যাডেনাওয়ার। বিধ্বস্ত পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর হয়েই তিনি ঘোষণা করলেন, 'যদিও আজকের এই সার্বিকভাবে বিধ্বস্ত জার্মানীর সর্বক্ষেত্রেই (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি প্রভৃতি) পুনর্গঠন প্রয়োজন, তবুও আমি গুরুত্ব দেবো আমার জাতির আত্মিক বা আধ্যাত্মিক পুনর্গঠনে (Spiritual reconstruction)'।

অর্থাৎ একটি জড়বাদী বস্তুতান্ত্রিক দেশের নেতা তাঁর জাতির আধ্যাত্মিক পুনর্গঠনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন, আর ভারতের মত লক্ষ বছরের আধ্যাত্মিক দেশের নেতা জড়বাদকে 'মন্দির' করতে বলছেন! এর ফল কী হয়েছিল বুঝিয়ে বলতে হবে? এখনও মহারাষ্ট্রের লাতুরে ট্রেনে করে পানীয় জল পাঠাতে হচ্ছে। এখনও ভারতের বহু গ্রাম পাকা রাস্তা দেখেনি, বিদ্যুতের আলো দেখেনি। বহু গ্রামে এখনও কন্দমূল বছরের কয়েক মাসের খাদ্য। আসলে অবস্থা এর থেকে আরও অনেক অনেক বেশী ভয়ঙ্কর ছিল। ১৯৯০ সালে নরসিংহ রাও-এর হাতে ক্ষমতা আসার পর তিনি ভারতের অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রের মরণফাঁস আলগা করার পর এবং বাজপেয়ীর আমলে অ-সমাজতান্ত্রিক উদার অর্থনীতি অনুসরণ করার পর থেকে এখনও পর্যন্ত সেই অ-নেহেরুবাদী, অ-সমাজতান্ত্রিক পথ ধরে রাখার ফলে অবস্থা বেশ কিছুটা শুধরেছে। দেশবাসীর মন থেকে পাপী নেহেরুর প্রভাব যত দ্রুত ক্ষয় পাবে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তত শুধরাবে।

নেহেরু সম্বন্ধে আমার এই উক্তিগুলো যাদের কাছে খুব কঠোর বা অসত্য বলে মনে হচ্ছে, তাদেরকে আমি অনুরোধ করবো কয়েকটি তথ্য জেনে নিতে। আজ থেকে ৩৫ বছর আগে একটা বাজাজের ভেস্পা স্কুটার পেতে নাম লিখিয়ে কতদিন অপেক্ষা করতে হত জানেন? কমপক্ষে পাঁচ বছর। এবার আমাদের ১৪ ফেব্রুয়ারী সভায় এসেছিলেন বর্তমান আমেরিকা নিবাসী বালাগুরু মাদ্রাজে একটা ভেস্পা স্কুটারের জন্য নাম লিখিয়ে আট বছর অপেক্ষা করেছিলেন। আমি নিজে ১৯৭৪ সালে কলকাতা থেকে কেনা একটা নতুন অ্যাম্বাসাডর গাড়ীতে করে নাগপুরে তৃতীয় বর্ষ আর এস এস ট্রেনিং ক্যাম্পে গিয়েছিলাম। একটি কোম্পানী গাড়ীটা কিনে বম্বে নিয়ে যাচ্ছিল। বম্বেতে তখন অ্যাম্বাসাডর গাড়ি পাওয়া যেত না আর দেশে তখন ২টা মাত্র গাড়ি ছিল। ফিয়াট আর অ্যাম্বাসাডর। ১৯৭৭ সালে আমি কয়েক মাস বাঁকুড়ায় আর এস এসের প্রচারক ছিলাম। সেখানে দেখেছিলাম গ্রামের রাস্তাকে কুলি বলা হয়। কুলি মানে বর্ষাকালে যেখান দিয়ে জল যায়, আর অন্য সময় লোক যায়। অর্থাৎ আলাদা করে রাস্তার কনসেপ্টই ছিল না। আর বিশ্বের সমস্ত শিক্ষিতজনেরা জানতো, ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার ও GDP বৃদ্ধির হার সব সময়েই ৩ শতাংশের কাছাকাছি বা কম। দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্স-এর একজন সেকু-মাকু ভারতীয় অর্থনীতিবিদ রাজ কৃষ্ণ প্রায় নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কারের মত আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন যে, ওই বার্ষিক ৩ শতাংশ উন্নয়নের হারটা আসলে হচ্ছে 'হিন্দু রেট অফ্ গ্রোথ'। গোটা পৃথিবীকে আমাদেরই দেশের বেজম্মা মাকু অর্থনীতিবিদগুলো বুঝিয়েছিল যে হিন্দুরা এতই শ্লথ যে তারা ৩ শতাংশের বেশী উন্নয়ন বৃদ্ধি করতে পারে না। অথচ এখন তো অবলীলাক্রমে আমাদের দেশ ৬-৭-৮ শতাংশ পর্যন্ত GDP গ্রোথ করছে। শুধু মোদী আমলে নয়, এর আগে বাজপেয়ী, মনমোহন আমলেও হয়েছে। তাহলে দেশে কি এখন 'হিন্দু রেট অফ্ গ্রোথ'-এর বদলে 'মুসলিম রেট অফ্ গ্রোথ' চালু হয়ে গেল? না কি সোনিয়াজীর করুণায় 'খ্রীস্টান রেট অফ্ গ্রোথ' চলছে?

নেহেরু সমাজতন্ত্রের গালভরা বুকনির আড়ালে দেশকে যে ধাপ্পাটা দিয়েছেন, তা হচ্ছে এই যে,

শেষাংশ ৪ পাতায়

৩ পাতার শেষাংশ

ভারতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের রূপকার নেহেরু?

অর্থনীতিতে পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ আটকাতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা। তার জন্য লাইসেন্স-পারমিট রাজ চালু করা। সেটা দিয়ে উৎপাদনে প্রতিযোগিতা হতে না দিয়ে কতিপয় বাছাই করা শিল্পপতিকে প্রোটেক্টেড মার্কেট দিয়ে দেওয়া। বিড়লা (অ্যাম্বাসাডার গাড়ী) ও বাজাজ-রা (স্কুটার) তারই উদাহরণ। কিন্তু প্রতিযোগিতা না থাকলে দক্ষতা বাড়ে না, টেকনোলজি উন্নত হয় না, দাম কমে না। সার্বিক পরিণাম- অর্থনীতি এগোয় না। এই হচ্ছে নেহেরুর সমাজতন্ত্রের ধাপ্পা।

সুতরাং সত্যটা হল এই যে নেহেরুর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ধাপ্পায়, লাইসেন্স-পারমিট রাজের দমবন্ধ করা নীতিতে ভারতের অর্থনীতি এগোতে পারছিলো না। ভারতবাসী তার স্বাভাবিক ক্ষমতার, দক্ষতার ও প্রতিভার পরিচয় দিতে পারছিলো না। ঐ বজ্রমুষ্টি আলগা হতেই ভারতের অর্থনাতি তর তর এগিয়ে চলেছে। গোটা বিশ্ব তাকে স্বীকৃতি জানাচ্ছে। Hindu Rate of Growth (3%) এর কলঙ্ক মুছে গিয়েছে। আজ গোটা বিশ্বে নরেন্দ্র মোদী যে গুরুত্ব পাচ্ছেন তা শুধু মোদী-ক্যারিশমা নয়, তা এই ভারতের দক্ষতা, প্রতিভা ও সার্বিক অর্থনৈতিক শক্তির জন্য। মোদীজী তা বারবার সর্বত্র বলছেন।

নেহেরুর সমাজতান্ত্রিক ধাপ্পা পুরোটা এখানে উন্মোচন করতে পারলাম না। এই ধাপ্পার আর একটা বড় স্তম্ভ ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার অনুকরণে যোজনা কমিশন ও পঞ্চবার্ষিকী যোজনা (Planning Commission & Five Year Plan)। মোদীজী এসে ও দুটোকেই কুলোর হাওয়া দিয়ে বিদায় করেছেন। দু'টো নেহেরু পাপ গেছে। যে নীতিতে চলে সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনীতি খোকলা হয়ে গিয়েছিলো, শুধু তাই নয় গোটা দেশটাই ভেঙে খান খান হয়ে গেল, সেই নীতি অনুসরণ করার কোনো যুক্তি আছে কি?

গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক নেহেরুর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দিলাম। প্রকৃতপক্ষে এটি আদৌ লাঞ্চ বা ডিনার নয়। এটি অ্যাপেটাইজারের ভূমিকা পালন করলে আমি খুশী হব। আমার থেকেও অনেক বেশী বিদ্বান ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদরা এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করে বই লিখলে তবেই আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

হরিনাম সংকীর্তনে উপস্থিত সংহতি সভাপতি

গত২৬শে এপ্রিল উত্তর ২৪ পরগণার মিনাখা থানার অন্তর্গত প্রত্যন্ত গ্রাম চৌরঙ্গী দাসপাড়া হরিনাম সংকীর্তনের শোভাযাত্রার আয়োজন করে। তাতে প্রধান অতিথি হয়ে অংশগ্রহণ করেন হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ মহাশয়। মাত্র ৪০ ঘর রুইদাস পরিবারের হিন্দুদের বাস গ্রামটিতে। গ্রামটির আশেপাশের সবগুলি গ্রামই মুসলিম অধ্যুষিত। চৌরঙ্গী দাসপাড়ার সমস্ত গ্রামবাসীই হিন্দু সংহতির সঙ্গে যুক্ত। তাই সংখ্যায় অল্প হলেও তারা সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাস করে। এটা দেখে আশেপাশের হিন্দুরাও মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার বল পাচ্ছে। হরিনাম সংকীর্তনের শোভাযাত্রা আসপাশের চারটি গ্রাম পরিক্রমা করে। পরিশেষে সংহতি সভাপতি গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। শ্রীকৃষ্ণের সংগ্রামী জীবনের কথা তুলে ধরে তিনি গ্রামবাসীদের বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা না করে অস্ত্রধারী কৃষ্ণের পূজা করতে বলেন। এতেই হিন্দু সমাজ বাঁচবে বলে তিনি জানান।

চৌরঙ্গী দাসপাড়ার পাশ্ববর্তী দুটি গ্রাম—মুন্ডা গ্রাম ও কর্মকার গ্রাম থেকে শতাধিক হিন্দু যুবক তপন ঘোষের সঙ্গে দেখা করে তাদের সমস্যার কথা জানান। সংহতি সভাপতি বিধর্মীদের সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস তাদের দেয়। সমস্ত অনুষ্ঠানে সংহতি সভাপতির সঙ্গে সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ সুজিত মাইতি এবং কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য ঋদ্ধিমান আর্য, সন্দীপ বোস ও দেব চ্যাটার্জী উপস্থিত ছিলেন।

পুট্টিঙ্গল মন্দির কান্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য ঃ ৩ গাড়িবোঝাই বিস্ফোরক

পুট্টিঙ্গল দেবী মন্দিরের বাইরে সেই গাড়ি। যার মধ্যে মিলছে বিস্ফোরক। বাজি নয়, বিস্ফোরক। আর তা খুব একটা নিরীহ নয়। বেশ শক্তিশালী। পরিমাণেও তা খুব একটা সামান্য নয়। তিন তিনটে গাড়ি বোঝাই বিস্ফোরক। পুট্টিঙ্গল দেবী মন্দিরের ঠিক বাইরের। কেরলের কোল্লাম জেলায়। সোমবার কোল্লাম পুলিশের তরফে এ কথা জানানো হয়েছে।

ওই মন্দিরে ১০ই এপ্রিল, রবিবার আতসবাজির রোশনাই চলার সময়ে ঘটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। ভয়াল আগুনে দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারাণ ১০৮ জন মানুষ। হাসপাতালে ভর্তি হন অন্তত চারশো মানুষ। রাজধানী তিরুঅনন্তপুরম থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে আতসবাজির রোশনাই দেখতে প্রায় হাজার দশেক মানুষ জড়ো হয়েছিলেন ঐ দিন পুট্টিঙ্গল দেবী মন্দিরের সামনে।

পুলিশ জানাচ্ছে, মন্দির প্রাঙ্গণের মাথায় টিনের চালের ওপরেই রাখা ছিল প্রচুর আতসবাজি। হঠাৎ-ই বাজির একটি জ্বলন্ত টুকরো গিয়ে পড়ে তার ওপর। সেখান থেকেই ঘটে যায় ধুন্ধুমার কান্ড। ভয়াবহ বিস্ফোরণ। যাতে ওই টিনের চালটি তো উড়েই যায়, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার পাশে মন্দিরের প্রশাসনিক ভবনের একটা বড় অংশ। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে ওই ভবনটির একটি অংশ ভেঙে পড়ে। পরে বিস্ফোরণের তীব্রতা বাড়ে সম্ভবত বিস্ফোরকের দৌলতেই। ঘটনার পর থেকেই মন্দিরের অন্তত ১০ জন ট্রাস্টির কোনও হদিশ মিলছে না। মন্দির প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত ৩০ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে এফআইআর।

ভারতকে হিন্দুমুক্ত করার ছক আইএস-এর

অনেকদিন থেকেই আইএসআইএস জঙ্গিদের টার্গেট ভারত। ভারতীয় হিন্দুদের বিনাশ করে, দেশে শরিয়ত আইন প্রচলন করার জন্য, অর্থ্যাৎ ভারতকে দারুল ইসলাম বানানোরই প্রস্তুতি নিচ্ছে আইএস জঙ্গিরা। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে ভারতীয় হিন্দুদের নিকেশ করার ছক কষছে আইএস জঙ্গিরা। সম্প্রতি দারিক ম্যাগাজিনে এ তথ্য দিয়েছে আইএস জঙ্গি আমির। বাংলাদেশের শেখ আবু ইব্রাহিম আল হানিফ ভারতকে হিন্দুমুক্ত করার ডাক দিয়েছে। সে ওই ম্যাগাজিনে আরও দাবি করে, ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে আইএসরা প্রশিক্ষণ চালু করে দিয়েছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে গেরিলা পদ্ধতিতে ভারতের উপর আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা তাদের। শুধু তাই নয়, ভারতকে যত দ্রুত সম্ভব হিন্দুমুক্ত করে, এদেশেও শরিয়ত আইন চালু করার ছক করছে এই ইসলামি জঙ্গিরা।

ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের জঙ্গি আটক মুম্বাই-এ

ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের এক কুখ্যাত জঙ্গিকে আটক করেছে মহারাষ্ট্রের এটিএস। ২০১১ সালে ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার সঙ্গে সে যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম জাইনুল আবেদিন। সে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের একজন সক্রিয় কর্মী। মুম্বই পুলিশের গোয়েন্দাবিভাগ ও এটিএস অনেকদিন ধরেই জাইনুলের সন্ধানে ছিল। একাধিক জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে জাইনুল যুক্ত ছিল। ২০১১ সালের সিরিয়াল ব্ল্যাস্ট-এর পিছনে সে যুক্ত ছিল বলে অনুমান। অবশেষে গত ২৬ শে এপ্রিল মঙ্গলবার সকালে মুম্বাই বিমানবন্দর থেকে জাইনুল আবেদিনকে গ্রেফতার করে এটিএস। স্থানীয় আদালতে তোলা হলে আদালত তাকে ১০ দিনের জন্য এটিএস-এর হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। জাইনুলকে ধরার জন্য রেড কর্ণার নোটিশ জারি করা হয়েছিল।

আইএসের হাতে আটক ৫০ হাজার মানুষ

আইএস অধিকৃত ইরাকের ফাল্লুজাহ শহরের মানুষরা অনাহারের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। গত তিন মাসে ভালো করে খাবার জোটেনি প্রায় ৫০ হাজার মানুষের। শহরটি চারদিক থেকে আইএস জঙ্গিরা ঘিরে থাকায় তারা পালাতেও পারছেনা। ফলে অনাহারে অসহায়ের মতো মরতে বসেছে ৫০ হাজার মানুষ। রাষ্ট্রসংঘ সূত্রে এমনই খবর পাওয়া গেছে। তাদের ধারণা আরও কিছুদিন এভাবে চললে শহরটি মহামারির কবলে পড়তে পারে।

গত ডিসেম্বর মাসে ইরাকের সরকারী সেনাবাহিনী আইএসের হাত থেকে রামাদি শহরটি পুনর্দখল করে নেয়। রক্ষক্ষয়ী এই লড়াইতে সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়ে। তাদের কাছে খাদ্য শস্য মজুত নেই বললেই চলে। এই অবস্থায় গত তিন মাসের মধ্যে ফাল্লুজাহ থেকে সাধারণ মানুষকে বের হতে দেয়নি আইএস। এই অবস্থায় গত কয়েকমাসে অনাহারে ও ওষুধের অভাবে শিশুসহ ১১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ক্ষিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বেশ কয়েকজন পালাবার চেষ্টা করে। আইএস জঙ্গিরা তাদেরকে হত্যা করে। আরও এরকম ১০০ জনকে তারা বন্দি করে রেখেছে। এরকম অবস্থায় নিরন্ন মানুষগুলো অসহায়ের মতো মৃত্যুর দিন গুনছে।

মুসলিম মহিলারা সেই অন্ধকারেই তিন তালাকে সমর্থন মুসলিম ল-বোর্ডের

বিশ্ব এগোলেও মুসলিম সমাজ যে তার প্রাচীন রীতিকে আঁকড়ে থাকতে ভালোবাসে তা আবার প্রমাণ হল মুসলিম ল-বোর্ডের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে। তিন তালাকের প্রসঙ্গে তারা শরিয়ত আইনের সিদ্ধান্তের পক্ষেই সওয়াল করেছে। কোন আইন বা সাক্ষী ছাড়াই স্বামীর দেওয়া তিন তালাকের জেরে ঘর ভেঙে গেছে কত মুসলিম মহিলার। মুহূর্তে পথে বসতে বাধ্য হয়েছে তারা। জীবনে নেমে এসেছে অন্ধকার। তালাকের পর বেঁচে থাকার সামান্য খোরপোশটুকুও জোটেনা তাদের কপালে। বহুবার এ নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, কিন্তু মুসলিম ল-বোর্ড তাদের সমাজের মহিলাদের পাশে এসে দাঁড়াবার ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি কখনও।

সম্প্রতি তিন তালাকের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন এক মুসলিম মহিলা। শয়রা বানু নামক ওই মুসলিম মহিলার বক্তব্য, তিন তালাক সংবিধান বিরোধী। পাশাপাশি তিনি এও দাবী করেন, হিন্দু মহিলারা ডিভোর্সের পর যদি স্বামীর কাছ থেকে খোরপোশ পেতে পারেন, তা হলে মুসলিম মহিলারাই বা পাবেন না কেন? শয়রা বানুর এই দাবীর বিরুদ্ধে ময়দানে রৈ রৈ করে নেমে পড়েছে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল-বোর্ড। তাদের বক্তব্য, মুসলিম আইন কোরান এবং হাদিস থেকে উদ্ধৃত। সুতরাং এই পবিত্র আইন পরিবর্তন করা সরকার বা সুপ্রিম কোর্ট কারও উচিৎ নয়। উল্লেখ্য, তিন তালাকের বিবাহ বিচ্ছেদকে ইতিমধ্যেই অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রীম কোর্ট। মুসলিম পার্সোনাল ল-বোর্ড এরই বিরোধিতা করবে বলে নিজেদের ওয়েবসাইটে এমনটাই জানিয়েছে।

আইএস-এর পরবর্তী লক্ষ্য ভারতীয় হিন্দুরা

ইসলামিক স্টেট সম্প্রতি ঘোষণা করেছে, তাদের পরবর্তী লক্ষ্য ভারতের হিন্দুরা। এই সন্ত্রাসী সংগঠন হাজার হাজার ইয়াজিদি, শিয়া, খ্রিস্টান মানুষকে হত্যা করেছে ইরাক এবং সিরিয়ায়। তাদের পরবর্তী টার্গেট ভারতের হিন্দুরা।

ইসলামপন্থী উগ্র সুন্নি সংগঠন 'আইএস' তাদের প্রকাশিত অনলাইন ম্যাগাজিন 'দাবিক'-এ সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই রিপোর্টটি ভারতে প্রকাশ করে আইবিএন সেভেন। দাবিকের রিপোর্টে বলা হয়, ইসলামিক স্টেটের প্রতিষ্ঠাতা আবু বকর আল-বাগদাদী নতুন একটি বাহিনী গঠন করেছেন যার নাম দেওয়া হয়েছে 'খোরাসান'। এই জঙ্গি বাহিনীর প্রধান দায়িত্ব হল হিন্দুদের হত্যা করা, কারণ তারা গরুর পূজা করে।

ইসলামিক স্টেটের এক কামান্ডার তাদের ম্যাগাজিন দাবিক-এ বলেন, 'ইসলামিক স্টেট চায় তাদের নতুন বাহিনীর মাধ্যমে ভারতের জম্মু এবং কাশ্মীরে ছড়িয়ে পড়তে। সেখান থেকে সমগ্র ভারতে তাদের অধিপত্য ছড়িয়ে দিতে তারা বদ্ধপরিকর। সেইসাথে ইসলামিক স্টেট প্রস্তুতি নিচ্ছে হিন্দুদের উপর হামলার। সাথে সাথে ভারতে বাসবাসকারী শিয়াদেরও তারা কোন ছাড় দেবে না।'

রামনবমীর মিছিলে হামলা ঃ আহত বেশ কয়েকজন

রামনবমীর মিছিলের উপর হামলা চালালো একদল সংখ্যালঘু দুষ্কৃতি। গত ১৭ ই এপ্রিল, রবিবার সন্ধ্যায় হুগলী জেলার চন্দননগর থানার উর্দিবাজারের চুনাগলিতে এমন ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে বিনা প্ররোচনায় ধর্মীয় মিছিলে হামলা চালায় দুষ্কৃতিরা। হামলায় বেশ কয়েকজন আহত হয়, তাদের মধ্যে পাঁচজনের জখম গুরুতর।

রবিবার সন্ধ্যায় চন্দননগরের ৩৫টি বারোয়ারির প্রায় হাজার পঁচিশ-তিরিশ মানুষ রামনবমীর ধর্মীয় মিছিলে অংশ নেয়। মিছিল চন্দননগরের বিভিন্ন পথ পরিক্রম করে উর্দিবাজারের চুনাগলির কাছে আসে। ওই সময় চুনাগলির মহম্মদ আনোয়ার, শেখ সফিক, শেখ ননি, মহম্মদ ওয়াসিমদের নেতৃত্বে মিছিলের মাঝ বড়াবড় যেখানে মহিলাদের সংখ্যা বেশি ছিল সেই অংশে হামলা চালায়। মহিলাদের লক্ষ্য করে দুষ্কৃতিরা ভাঙা কাঁচের বোতল, উনুনের জ্বলন্ত কাঠ ও ইট ছুঁড়তে থাকে। মহিলাদের বাঁচাতে এগিয়ে আসা পুরুষদের বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতিদের ছোঁড়া কাঁচ-ইটে জখম হয়। এদের মধ্যে প্রকাশ রাউত, সাগর হেলা ও সুপ্রিয় সাধুখাঁ গুরুতর আহত হয়। ভাঙা কাঁচের বোতলে প্রকাশ রাউতের হাত কেটে যায়, সাগর ও সুপ্রিয়-র মাথা ফাটে । রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে মিছিলের লোকজনেরাই চন্দননগর হাসপাতালে ভর্তি করে।

খবর পেয়ে চন্দননগরের বিরাট পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ ঘটনাস্থলে আসে। অভিযোগকারীদের কোন কথা না শুনেই পুলিশ ও র‍্যাফ মিছিলের উপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়। এই ঘটনায় ওই এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

চন্দননগর রামনবমী কমিটির সভাপতি আইনজীবী সারনাথ ঘোষ বলেন, রামনবমীর মিছিলে এই নিয়ে তিনবার হামলা চালালো দুষ্কৃতিরা। পুলিশের অনুমতি সত্ত্বেও পুলিশের সামনেই বারবার মিছিলের উপর হামলা হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারেনি প্রশাসন। পুলিশ বিষয়টি হালকা করতে একটা সুয়োমোটো মামলা করেছে। যদিও রাত পর্যন্ত এই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি।

হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ তীব্র ভাষায় সংখ্যালঘুদের এই আচরণের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, 'সংখ্যালঘুদের মহরমের মিছিল বেরোয় কিন্তু হিন্দুরা সেখানে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায় না। হিন্দুর সহিষ্ণুতাকে হিন্দুর দুর্বলতা ভাবলে ভুল হয়ে যাবে। এরপর এই সহিষ্ণুতা বজায় রাখা সম্ভব হবে না।' তিনি প্রশাসনের ভূমিকারও তীব্র সমালোচনা করেন। প্রশাসন সঠিক পদক্ষেপ নিলে এরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতো না বলে তিনি জানান।

ধর্ষণে গররাজী ঃ মসুলে ২৫০ মহিলাকে হত্যা করল আইএস

যৌন জেহাদে রাজী না হলে মৃত্যু—ইসলামিক স্টেট (আইএস)-এর জঙ্গিদের এই শাসানিতেও রাজি না হওয়ায় ইরাকের মসুল শহরে প্রাণ গেল ২৫০ জন মহিলার। উত্তর ইরাকে আইএস বিরোধী কুর্দ প্রশাসনের তরফে এই কথা জানান হয়েছে।

আইএস ঝড়ের সামনে ২০১৪-র জুনে ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মসুলের পতন হয়। তারপরেই বাকি ইরাক থেকে পৃথক হয়ে যায় এই শহর। এখানে আলাদা প্রশাসন গড়ে তুলেছে আইএস। ইরাক ও সিরিয়ায় নিজেদের অধীনস্ত এলাকা ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে এলেও এখনও মসুলে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। আইএস-এর কর্তৃত্ব মানেই নারীর অধিকারের দফারফা। রাস্তায় বেরনো মানা। মানা নিজের স্বামী বাছার অধিকারেও। হাজারো নিয়মের বাঁধনে জর্জরিত জীবন।

কিন্তু মহিলাদের শুধু নিয়মের বাঁধনে রেখে ক্ষান্ত থাকেনি আইএস। মহিলাদের উপরে যৌন অত্যাচারকেও অন্য স্তরে তুলে নিয়ে গিয়েছে তারা। বিশেষত মহিলারা শিয়া বা কোনও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর হলে তো কথাই নেই। প্রথমে মহিলাদের বন্দি করা। তার পরে বয়স অনুযায়ী কার কী গতি হবে ঠিক করা। এমনকি মহিলাদের নিয়ে হাটে কেনাবেচাও চলেছে। মসুলেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

কুর্দ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, মহিলাদের অস্থায়ী ভাবে জঙ্গিদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হত। তার পরে চলত যৌন অত্যাচার। আইএস এর নাম দিয়েছিল যৌন জেহাদ। ভোগ শেষ হলে অন্য জঙ্গির হাতে তুলে দেওয়া হত। ২৫০ জন মহিলা এই অত্যাচারে অংশ নিতে রাজি হননি। ফলে তাঁদের হত্যা করেছে আইএস। শুধু মহিলারাই নন, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরও হত্যা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জঙ্গিদের টার্গেট ভারতীয় সেনা

ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর হামলার ছক কষছে বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিজাব-উত-তহরি। ভারতের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি) এমনই সতর্কবার্তা জারি করেছে। আইবি-র অধিকর্তা জানিয়েছেন, সেনাবাহিনীর অন্ততপক্ষে ২৩টি বিভাগের উপর হামলার ছক কষছে বাংলাদেশের এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটি। গোয়েন্দাসূত্রে জানা গিয়েছে, রাজধানী দিল্লি, বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে হিজাব-উত-তহরি সংগঠনের উপস্থিতি ইতিমধ্যেই টের পাওয়া গিয়েছে। নিজেদের মতাদর্শ বিস্তারের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে তারা দেশবিরোধী যুবকদের সংগঠনে নিয়োগ করতেও শুরু করেছে। সোস্যাল মিডিয়ায় এ ব্যাপারে তারা ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছে। এদের বিস্তার দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে বিপজ্জনক তাই আইবি-র রিপোর্ট উঠে এসেছে। দিল্লী, মুম্বইতে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মুর্শিদাবাদে বোমা বাঁধতে গিয়ে মৃত ১

মুর্শিদাবাদে সুতির ধরমপুর গ্রামে বোমা বাঁধতে গিয়ে তা ফেটে মৃত্যু হয় ইব্রাহিম শেখ (২৭) নামক এক যুবকের। এই ঘটনায় আরও একজন আহত হয়।

২৭শে এপ্রিল, বুধবার গভীর রাতে ধরমপুর সংলগ্ন একটি বাগানে এই অসামাজিক কাজকর্ম চলছিল। ঠিক সেই সময়েই বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ধরমপুরের বাসিন্দা ইব্রাহিমের। তবে পুলিশের ধারণা, এই ঘটনায় আরও আহতের সংখ্যা আছে। তাদের এখনও পর্যন্ত কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। হয়তো কোন গোপন জায়গায় রেখে তাদের চিকিৎসা চলছে বলে পুলিশের অনুমান।

সুতি থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, 'আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠাই। অপর জনের খোঁজেও তল্লাসি চলছে। মূলত এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরী করার জন্যই এই বোমা বাঁধা হচ্ছিল।' ঘটনাস্থল থেকে বেশকিছু বোমা, বোমার মশলা, সুতলি, দড়ি উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত কাজ শুরু করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

চারঘাটে হিন্দু সংহতির রক্তদান শিবির

হিন্দু সংহতির উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগণার চারঘাটে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকটের কথা ভেবেই চারঘাটে সংহতির কর্মীরা এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন

হিন্দু সংহতির সহ সভাপতি শ্রী ব্রজেন্দ্র নাথ রায়। শ্রী রায় ছাড়াও হিন্দু সংহতির রাজ্য সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য্য ও কোষধ্যক্ষ সুজিত মাইতি উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সংহতির কর্মী ছাড়াও এলাকার সাধারণ মানুষ শিবিরে এসে রক্ত দিয়ে যান। ৬০ জন ব্যক্তি রক্তদান করেন। উল্লেখ্য হিন্দু সংহতির রাজ্য সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য্য রক্তদান করে শিবিরের সূচনা করেন।

ঝাড়খন্ডের বোকারোয় রাম নবমীর মিছিলে হাঙ্গামা

১৫ই এপ্রিল, শুক্রবার ঝাড়খন্ডের বোকারো শহরে রাম নবমীর মিছিলে হামলা চালালো একদল মুসলিম দুষ্কৃতি। ইঁট পাথর ছোঁড়ার সাথে সাথে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি ছোঁড়ার খবরও পাওয়া গেছে। অসমর্থিত সুত্রে জানা গেছে কয়েকটি পুলিশের গাড়িসহ একটি হোটেলে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনায় একজন ম্যাজিস্ট্রেট, চার জন পুলিশকর্মী সহ আরও ১৯ জন আহত হয়েছেন। শহরে অনির্দিষ্টকালীন কার্ফু জারী করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করা হয়, এমনকি কাঁদানে গ্যাসও ব্যবহার করতে হয়েছে বলে জানা গেছে।

চন্দ্রকোনায় বেআইনি মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা

গত ২৯শে এপ্রিল, শুক্রবার মুসলমানরা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা রোডে একটি বিশাল জমায়েত করে মসজিদ নির্মাণের জন্য। এছাড়া তারা একটা ঈদগাহ দখল করার পরিকল্পনাও করে। ওখানকার হিন্দুরা পুলিশের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু পুলিশ জানিয়ে দেয় যে ওখানে কোন সমাবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

মুসলমানরা প্ল্যান করে ঠিক নির্বাচনের দিনটাই বেছে নিয়েছে। ওরা জানত এই সময় জোর করে মসজিদ নির্মাণ করলে প্রাশাসন দপ্তর বা নির্বাচন দপ্তর কেউ-ই মাথা গলাবে না।

কিন্তু বিনা অনুমতিতে সভার আহ্বান করায় প্রশাসন সভার অনুমতি দেয়নি। অবশেষে পুলিশের চাপে মুসলিম উদ্যোক্তারা মসজিদের উন্নতিকল্পের কাজ বন্ধ করে দেয়। চন্দ্রকোনা রোড থানায় এই বিষয়ে মুচলেকা জমা দেয় মুসলিম কর্তৃপক্ষ।

পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা রোড বরাবরই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রবণ এলাকা। তাই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে এখনো ভয় কাটেনি। তারা বলেছে, বাইরের থেকে বেশ কিছু লোক এসে অনুষ্ঠানস্থলের কাছাকাছি এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছে। যে কোন মুহূর্তে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যেতে পারে। প্রাপ্ত খবর পুলিশকে জানানোতে পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার আশ্বাস দিয়েছে।

হিন্দু সংহতির বুকস্টল

গত ১৭ই এপ্রিল নদীয়ার শান্তিপুর সংলগ্ন হরিপুরে রামনবমী উপলক্ষে সাধারণের আয়োজিত বিশাল শোভাযাত্রায় হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে একটি বুকস্টল দেওয়া হয়। বুকস্টলে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী বই রাখা হয়েছিল। শোভাযাত্রায় আগত মানুষদের মধ্যে বুকস্টল ঘিরে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। অনেকে বইও কেনেন। বুকস্টল উদ্বোধন করেন হিন্দু সংহতি-র রাজ্য সম্পাদক শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য্য। সম্পাদক তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে রামনবমীর তাৎপর্য তুলে ধরেন। এর আগে স্থানীয় একটি ক্লাবে এলাকার যুবকদের নিয়ে তিনি একটি বৈঠক করেন। হিন্দু সংহতির শান্তিপুর শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী দীপক সান্যালের নেতৃত্বে সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

কাশ্মীরে নিরাপত্তারক্ষীর গুলিতে হত এক জঙ্গি

উত্তর কাশ্মীরে নিরাপত্তা বাহিনীর সেনার সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে এক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তি কোন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল তার হদিশ পাওয়া যায়নি। শুক্রবার ২৯শে এপ্রিল কুপওয়ারা জেলার একটি ধর্মস্থানে এক জঙ্গি লুকিয়ে থাকার খবর নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে আসে। সেনা সূত্রে জানা যায়, ঐ এলাকা ঘিরে ফেলার পর জঙ্গিকে ধর্মস্থান থেকে বেড়িয়ে এসে আত্মসমর্পণ করার কথা বলে সেনা। কিন্তু ঐ জঙ্গি জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে পালানোর চেষ্টা করে। তখন সেনাদের পাল্টা গুলিতে জঙ্গির মৃত্যু হয়। সূত্রের খবর সেনায় জঙ্গিকে ধরতে এলে স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের বাধা দেয়। এমনকি জওয়ানদের লক্ষ্য করে তারা ইঁটও ছোঁড়ে। এতে বেশ কয়েকজন আহতও হয়। কিন্তু জওয়ানরা নিজেদের লক্ষ্যে অবিচল থেকে জঙ্গিকে খতম করেই ফেরে।

মনীষা গ্রামে পূজাকে কেন্দ্র করে মারামারি

গত ১৩ই এপ্রিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটের অন্তর্গত মনীষা গ্রামে শীতলা পূজাকে কেন্দ্র করে দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিরোধ চরমে ওঠে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা পূজা চলাকালীন ঝামেলা করলে হিন্দুরাও প্রতিরোধ করার ফলে বিক্ষিপ্তভাবে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

এবছরও গ্রামবাসীরা মায়ের পূজার আয়োজন করেছিল। পূজা উপলক্ষে তিনদিন ধরে অনুষ্ঠান চলে। গত ১০-ই এপ্রিল ৫-৬ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলে পূজা স্থানে এসে কটূক্তি করলে হিন্দুরা তার প্রতিবাদ করায় উভয়ের মধ্যে বচসা শুরু হয়। অল্পক্ষণেই বচসা মারামারিতে পরিণত হয়। হিন্দুদের হাতে মার খেয়ে তখনকার মতো মুসলমান ছেলেগুলো পালিয়ে যায়। পরে দুইজন মুসলিম শাবল, কাটারি নিয়ে পূজাস্থলে এসে আক্রমণ করে। এবারও সমবেতভাবে হিন্দুরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। একজন পালিয়ে যেতে পারলেও অপরজনকে ধরে স্থানীয় লোকেরা তাকে বেশ উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পরে ছেলেটির পরিবারের লোকেরা থানায় গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

ইসলামী যুদ্ধনীতি

পবিত্র রায়

ইসলামী ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা হয় উমাইয়া এবং আব্বাসীয় শাসনামলকে। সামরিক শক্তিতে মধ্যযুগে মুসলমানরা হয়ে উঠেছিল সুপার পাওয়ার এবং অপ্রতিরোধ্য। খুলাফায়ে রাশেদীন এর যুগ যতই ইসলামের গৌরব জনক যুগ হোক না কেন, বিভিন্ন যুদ্ধে তখন মুসলমানরা পরাজয়ও বরণ করেছে। উমাইয়াও আব্বাসীয় শাসনামলে প্রকৃত অর্থেই মুসলমান বাহিনী ছিল দুর্দমনীয়, হয়ে উঠেছিল পরাক্রমশালী ও অপ্রতিরোধ্য। এই সময় মুসলমান বাহিনীর উল্লেখযোগ্য কোন পরাজয়ই চোখে পড়ে না। একমাত্র ফ্রান্সের টুর ও স্প্যানিশদের সাথে গ্রেনাজয় পরাজয় বরণ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন পরাজয় ইতিহাসে পাওয়া যায়না। উপরন্তু এই সময়ে ইসলামিক দুনিয়ার ব্যাপ্তি বেড়েছিল অপ্রত্যাশিতভাবে। আরব উপদ্বীপ, বাইজান্টাইন, পারস্য-সব পার হয়ে পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃতি পেয়েছিল। এইরূপ সাম্রাজ্য বিস্তার মহানবীর আমলে সম্ভব হয়নি। বিচার করে দেখলে মহানবীর সময়ে ইসলামী সাম্রাজ্য আক্ষরিক অর্থেই আরব উপদ্বীপ এবং সন্নিহিত এলাকার মধ্যেই সীমিত ছিল। পরবর্তীতে এতো অল্প সময়ে সবচাইতে বড় সাম্রাজ্যে পরিণত হওয়া ও এতো বেশি সংখ্যক মানুষের ইসলাম গ্রহণের মূল কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় নবী মোহাম্মদের দূরদর্শিতার সাথে মিশেল ঘটেছিল ভিন্ন ধরণের এক নতুন দর্শনের। সেই দর্শনের মূল আদেশ হলো কুরাণ শরীফ এবং ব্যাপ্তি ও ব্যাখ্যা হলো মূলত পাঁচখানা হাদিস। এই দর্শনের উপর ভিত্তি করে হয়েছিল নতুন এক যুদ্ধ মতবাদ। যে মতবাদের যুদ্ধের সাথে বাকি পৃথিবীর কোন পরিচয় ছিল না। আর যতদিন পরিচয় ছিল না-ততদিন ইসলাম এগিয়েছিল দূরন্ত গতিতে। যখনই মতবাদ সম্পর্কে বাকি পৃথিবী জানা শুরু করল, তখনই ইসলামের অগ্রসরতা থেমে গেল। কি এমন নতুন যুদ্ধ মতবাদের জন্ম দিলেন হজরত মোহম্মদ, সেই বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানকল্পে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ মোহাম্মদের আগমন পূর্ব যুদ্ধনীতি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। পৃথিবীর পুরাতন সভ্যতার একটি আর্য সভ্যতা, যেটা অখন্ড ভারতের মধ্যেই পড়ে। সেই আর্য সভ্যতার পৌরাণিক গ্রন্থগুলে পাঠ করলে বুঝা যায়, আর্যদের সভ্যতায় মূল একটি বিষয় ছিল যুদ্ধ। গীতা নামক দর্শনটি আত্মা, বিশ্ব-ব্রহ্মান্তের স্বরূপ বুঝিয়ে মৃত্যুভয় রদ করে যুদ্ধমুখিতা বজায় রাখে। যে জাতি যুদ্ধকে পবিত্র কর্তব্য মনে করে, সেই জাতির যুদ্ধ সংক্রান্ত নিয়মাবলী না থাকাটাই অস্বাভাবিক। হ্যাঁ, অবশ্যই সেই জাতির যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতি ছিল। সেই নীতির মূল বিষয় ছিল সময় নির্ধারণ। যেমন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যুদ্ধকাল-তৎপরে সবাই সাধারণ হয়ে পড়ত। মৃত সৈনিককে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদান করা হত। পলায়নপর সৈনিককে ছেড়ে দেওয়া হত, পেছন থেকে আঘাত করা ভারতীয় যুদ্ধনীতির মধ্যে ছিল না। আত্মসমর্পনকারী বা বিজিত দের জীবনরক্ষার দায়িত্ব বর্তাত বিজয়ীদের উপর। যুদ্ধ হত সমানে সমানে বা সোজা কথায় রাজায় রাজায়। জনগণ কখনো তার কুফল ভোগ করতে বাধ্য থাকত না। লুটপাটের খুব কিছু প্রচলন ছিল না। বিজিত রাজার থেকে মূল্যবান সামগ্রী নেওয়া হতো-জনগণের কাছ থেকে কিছুই নেওয়া হত না। সর্বোপরি ভারতীয় যুদ্ধ দর্শনে 'ক্ষমা' নামক শব্দটি সবকিছুর উর্দ্ধে অবস্থান করত। ভারতীয় যুদ্ধনীতির মূল কথাই ছিল পৌরুষ জাহির করণ। এক এক জন সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন, যুদ্ধে বহু মৃত্যুও হয়েছে-সবই ঠিক, তবে যুদ্ধ পরবর্তীতে জনগণ যুদ্ধ নিপীড়নের শিকার হয়নি বা হলেও সেটা এতোটাই নগণ্য যে ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না-এ কথা চরম সত্য। ভারতীয় যুদ্ধ নীতির মহত্ব এখানেই।

আরব এবং সন্নিহিত এলাকায় ইসলাম আগমনের পূর্বে মূলত চারটি শ্রেণির বসবাস ছিল। বৌদ্ধ, খ্রীস্টান এবং ইহুদী, আর বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসীগণ। বৌদ্ধ দর্শন ভারত থেকে যাওয়া, বহু দেবত্বের বিশ্বাসীগণের আচারও ভারত থেকে পাওয়া। এই দুটি দর্শনের প্রভাব আরব সমাজের বেশ ভালোমতোই ছিল। ফলে আরব সমাজের যুদ্ধনীতিতে ভারতীয় যুদ্ধনীতির একটা ভালো প্রভাব ছিল। বংশে বংশে মারপিটের ঘটনাও ছিল ক্ষাত্রতেজের স্ফূরণ সমৃদ্ধ। ইসলাম আগমনের পূর্বে খ্রীষ্ট মতবাদ আগমন করে ও ভারতীয় বৌদ্ধিক দর্শনের অহিংস মতবাদ অন্য রূপে প্রকাশ পেতে থাকে। খ্রীস্ট মতবাদও মূলত একটা বৈষ্ণব মতবাদ। ইহুদীরাও সাধারণত নিজেদের গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। অর্থাৎ সমগ্র আরব এলাকায় ভারতীয় যুদ্ধনীতি সামান্য অদলবদল হয়ে মান্যতা পেতো। দূরদর্শী মোহাম্মদ এই নীতিতেই প্রথম বদল আনেন। না, একদিনে এই যুদ্ধনীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন করেননি। নিজের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরা সাথে সাথে আস্তে আস্তে পরিবর্তন ঘটেছে। জীবনের শেষ লগ্নে দেখা গেল সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী একটা যুদ্ধ মতবাদের জন্ম হয়েছে। নিজের জীবন শেষ হওয়ার কারণে এই নতুন যুদ্ধরীতির সুফল হজরত মোহাম্মদ সম্পূর্ণরূপে ভোগ করতে পারেননি। পেরেছিলেন পরবর্তী-কালের খলিফাগণ। তাই ইসলাম হয়ে উঠেছিল দুর্বিনীত ও অপ্রতিরোধ্য। হজরত মোহাম্মদকে নতুন যুদ্ধনীতির প্রণেতা বলায় কোন সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়। এক একটা যুদ্ধনীতির সাথে সাথে জাতীয় ও সামাজিক নীতিও পরিবর্তিত হতে থাকে-কারণ এই নীতিমালা অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। হজরত মোহাম্মদের যুদ্ধনীতির ফলে আরব্য সমাজের সম্পূর্ণ চালচিত্রটা পাল্টে গিয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হয়। বেদুইন আরব্য সমাজ যেমন একত্রিত হয়ে উঠল, ঠিক অপরদিকে হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর হিংসাপরায়ণ ও দেহসর্বস্ব সমাজ। কোনটা ভালো বা মন্দ সেটা বিচার করবেন সমাজতাত্ত্বিকগণ। আমার উদ্দেশ্য হল ইসলামী যুদ্ধনীতি নিয়ে আলোচনা করা।

বদর যুদ্ধই ইসলামী ইতিহাসের প্রথম স্বীকৃত যুদ্ধ। এইবার বদর যুদ্ধ নিয়ে হাদিসে কী বলেছে সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা দরকার। প্রথমেই বোখারী শরিফের ৩৬৬৩ নং হাদিসটি কী বলেছে দেখা যাক। এই হাদিসটির বর্ণনাকারী হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লা তার পিতা আব্দুল্লা ইবনেকারীকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ''আমি কাব ইবনে মালেককে বলতে শুনেছি যে রসুলুল্লাহ্ (স) যতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে একমাত্র তবুক এর যুদ্ধ ছাড়া আর কোন যুদ্ধেই আমি পশ্চাতপসারণ করিনি। তবে বদর যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করিনি। বদর যুদ্ধে যারা ছিল, আল্লাহ তাদেরকে ভর্ৎসনা করেননি। কেননা মূলত রসুলুল্লাহ্ (স) কোরাইশদের কাফেলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু যথা সময়ের পূর্বেই তাদের সাথে তাদের শত্রুদের মোকাবিলা করিয়েছিলেন। অর্থাৎ কার ইবনে মালেকের বর্ণনা অনুযায়ী বদর যুদ্ধ কাফেলার ডাকাতি করার জন্য গমন এবং যুদ্ধ করা। এটা ইসলাম বিস্তার বা ধর্মীয় কোন যুদ্ধ নয়। এই যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় ইসলাম বিস্তারের সুবিধা হয়েছিল, তার জন্য বদর যুদ্ধকে ইসলামের মাইল ফলক বলা হয়। এই বদর যুদ্ধে হাজার সৈন্যের সামনে তিনশ তেরো জন মুসলমানের যুদ্ধ জয় রসুলুল্লহার(স) স্ট্যাটেজি কী ছিল সেটা জানানো

শেষাংশ ৮ পাতায়

মাদক পাচারের দায়ে আনসার রহমানকে ফাঁসির সাজা শোনাল বারাসাত আদালত

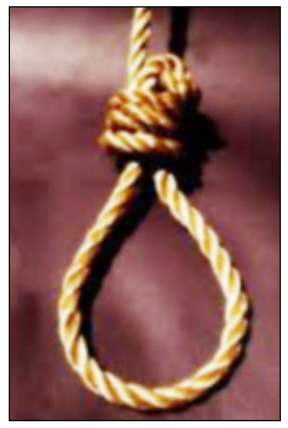

২০০১ এ মাদক পাচারের দায়ে আনসার রহমান নামে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিল নিম্ন আদালত। সেটিই ছিল মাদক পাচারের দায়ে প্রথম মৃত্যুদন্ড ঘটনা। হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট ঘুরে ফাঁসি এড়িয়ে জামিন পেয়ে গিয়েছিল আনসার। শুক্রবার সেই আনসারকে ফের ফাঁসির সাজা শোনাল বারাসাত আদালত। একই অপরাধে আনসারের শাকরেদ দীপক গিরিকে আদালত ৩০ বছরের কারাদন্ড দিয়েছে। বিচারক অনির্বাণ দাস বলেন, ''বারবার সাজা দিয়েও শোধরানো যায়নি আনসারকে।'' সাজা ঘোষণার পরে বিচারক আনসারের কাছে তার বক্তব্য জানতে চান। আনসার শুধু বলে, ''যো আপকো মর্জি।''

ভারত, সিঙ্গাপুর সহ বিশ্বের ৩২ টি দেশে মাদক সহ কেউ ধরা পড়লে অভিযুক্তের মৃত্যুদন্ড দেওয়ার বিধান রয়েছে। নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি) সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০১ সালে আনসারকে ফাঁসির সাজা শোনানোর পরে আরও পাঁচটি ক্ষেত্রে মাদক চোরাচালানের দায়ে মৃত্যুদন্ড শুনিয়েছে ভারতের বিভিন্ন আদালত। তার মধ্যে মুম্বইয়ে ১টি, আমদাবাদ ও চন্ডীগড়ে ২টি করে সাজার ঘটনা রয়েছে। কোনও ক্ষেত্রেই অবশ্য সেই মৃত্যুদন্ড এখনও কার্যকর করা যায়নি। প্রতিটি মামলাই উচ্চ আদালতে বিচারাধীন। ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত এক জনের জেলে মৃত্যুও হয়েছে।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আনসার মাদক সহ মোট তিনবার ধরা পড়েছে। এনসিবি সূত্রের খবর, আনসার প্রথম ধরা পড়ে ১৯৮৭ সালে কলকাতা পুলিশের হাতে। তখন তার কাছ থেকে ১ কিলোগ্রাম হেরোইন ও ৪৭ কিলোগ্রাম চরস পাওয়া যায়। সে বার দশ বছরের কারাদন্ড হয় তার। কিন্তু সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ১৯৯২ তে ভাল ব্যবহারের জন্য ছাড়া পেয়ে যায় সে। এনসিবি আদালতকে জানিয়েছে, জেল থেকে বেরিয়েই ফের মাদক চোরাচালানে নেমে পড়ে আনসার। ১৯৯৫ সালে ফের হেরোইন সহ সে ধরা পড়ে। শেষ বার ধরা পড়ে ২০০২ সালে পুলিশের হাতে। ধরা পড়ে তার শাগরেদ দীপকও। ২০০৯ সালে আনসারকে ফাঁসির সাজা দেয় নিম্ন আদালত। এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যায় আনসার। হাইকোর্টে তার মৃত্যুদন্ড খারিজ করে ১৫ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেয়। হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় আনসার। সুপ্রিম কোর্ট আনসারকে জামিন দেয়। ইতিমধ্যে জামিন পায় দীপকও। জামিন পেয়ে ফের দু'জনে মাদক চোরাচালানের কাজ শুরু করে দেয়। ২০০২ এর ৩রা ফেব্রুয়ারী সল্টলেকের এসএ ব্লকের রাস্তায় ফের ধরা পড়ে আনসার। তার কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে ৩ কিলোগ্রাম হেরোইন পাওয়া যায়। আনসারকে জেরা করে ধরা হয়েছিল দীপক গিরিকে। তার বাড়ি থেকে ৫০ কেজি হেরোইন মেলে।

স্বামী-সন্তানের সামনেই গৃহবধূকে ধর্ষণ ঃ প্রশাসনকে জানিয়েও কোন লাভ হলো না

হবিগঞ্জে বানিয়াচংয়ে স্বামী-সন্তানকে বেঁধে তাদের সামনেই এক সংখ্যালঘু গৃহবধূকে ধর্ষণ করেছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতার ছোট ভাই। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই গৃহবধূকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় দু'জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।

এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে হিন্দু মহাজোটের জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট ত্রিলোককান্তি চৌধুরী বিজন বলেন, এটি চরম বর্বরতা। কোন অবস্থাতেই এই বর্বরতা মেনে নেওয়া যায়না। ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোন আসামী গ্রেফতার না হওয়াটা অত্যন্ত দুঃখজনক। অবিলম্বে আসামীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেন তিনি।

বানিয়াচং থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি নির্মলেন্দু চক্রবর্তী জানান, মামলা দায়েরের পর থেকেই আসামীরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের খোঁজে রয়েছে পুলিশ।

মূল ঘটনাটি হল, বানিয়াচং উপজেলার উত্তর সারঙ্গ গ্রামের সংখ্যালঘু ওই গৃহবধূকে বেশ কিছুদিন ধরে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিল একই গ্রামের মনু মিঁয়া। কিন্তু মহিলা তা প্রত্যাখ্যান করেন। কিছুদিন পর মহিলার স্বামী ও সন্তান মেলায় গেলে মনু ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করে। বিষয়টি মহিলা জানালে গ্রাম সালিশী ডাকা হয়। সালিশী সভায় মনু নিজের অপরাধ স্বীকার করে। গ্রাম পুলিশ তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে। কিন্তু তার প্রভাবশালী ভাই উস্তার মিঁয়া গ্রাম পুলিশের বিধানের তোয়াক্কা না করে জোর করে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। ওইদিন মধ্য রাতে দুই তিনজন সঙ্গী নিয়ে মনু অভিযোগকারিণীর গৃহে হানা দেয়। স্বামী ও সন্তানকে অস্ত্র দেখিয়ে বেঁধে ফেলে দুষ্কৃতিরা। এরপর স্বামী-সন্তানের সামনেই ধর্ষণ করে গৃহবধূটিকে।

মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় থানায় মনুর নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়। যদিও অপরাধীকে পুলিশ ধরতে পারেনি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, মনু স্থানীয় মন্দীর ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ সভাপতি ইন্দ্রিশ মিঁয়ার ছোট ভাই। প্রভাবশালীর নেতার ভাই হওয়ায় পুলিশ তাকে ধরছে না বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ।

VOICE OF THE NATION IN KOLKATA

INDIAN VOICE

Books of Nationalist Writers

now available at this book store

70A, Sisir Bhaduri Sarani, Kolkata - 700006.
(Beside Hedua Park)

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

শরিয়তপুরে মন্দিরে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর

২৯শে এপ্রিল, শুক্রবার মধ্যরাতে শরিয়তপুর কেন্দ্রীয় মন্দিরে হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। হিন্দুদের ধর্মীয় আঘাত করতেই এ হামলা চালানো হয়েছে বলে ধারণা মন্দির কমিটির সদস্যদের। রাত্রি ১টা নাগাদ পালং কেন্দ্রীয় হরিসভার প্রধান ফটকের দরজা ভেঙে মন্দিরের দশটি বিগ্রহ ভাঙচুর করে। শব্দ শুনে আশেপাশের অঞ্চলের মানুষরা জেগে উঠলে দুষ্কৃতিরা পালানোর চেষ্টা করে। পালানোর সময় কাজী সিরাজুল ইসলাম নামে একজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা।

অপর একটি ঘটনায় কেন্দ্রীয় মন্দিরের কাছেই ঋষি বাড়ী কালী মন্দিরে হামলা চালিয়ে তিনটি প্রতিমা ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা। একই চক্র দুটি ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে পুলিশের ধারণা। এদিকে পুলিশের কাছে প্রতিমা ভাংচুরের কথা স্বীকার করেছে আটক সিরাজুল। এদিকে মন্দিরে হামলার ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। মন্দিরের নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার করে শাস্তি দাবী জানিয়েছে মন্দির কমিটির সদস্যরা।

পরিচয়হীন তরুণীর লাশ তারাকান্দায়

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের ছাত্রী নাট্যকর্মী সোহাগী জাহান তনু হত্যাকান্ডের রহস্যের জট সমাধানে যখন লাশ নিয়ে টানাটানি চলছে ঠিক তখনি আরেক ষোড়শী'র লাশের সন্ধান মিলেছে ধর্ষণের। গলায় একই রঙের ওড়না পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার বিষয়টিও নিশ্চিত করেছে পুলিশ। তবে শ্যামলা-কালো রঙের এই তরুণীর মিলছে না পরিচয়।

রাস্তার পাশে কাঁঠালগাছের তলায় বসে আছে ষোড়শী এক কন্যা। বয়স ১৫/১৬ বছর। থমকে দাঁড়ায় মহাসড়কের পথচারীরা। সেই কাঁঠালতলাটি হল ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলার ১নং তারাকান্দা ইউনিয়নের পিঠাসূতা গ্রাম। বকশীমুল-বালিখা পাকা সড়কের পাশে আব্দুর রহমান বেপারীর বোরো ধান ক্ষেতের পাশে কাঁঠাল গাছের নীচে ষোড়শী কন্যার গলায় ওড়না পেঁচানো লাশ দেখতে পায় এলাকাবাসী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, কাঁঠাল গাছের নীচে হাঁচুভাঙ্গা ভঙ্গিমায় মেয়েটিকে দেখলে মনে হয় কোন তরুণী বসে আছে। পুলিশ জানায়, কিশোরীর গলায় গোলাপী রংয়ের ওড়না দিয়ে বাম পাশে গিঁট দেওয়া অবস্থায় এবং গায়ে লাল রংয়ের সাদা বল প্রিন্টের সুতি ফুলহাতা শর্ট কামিজ ও গোলাপি রংয়ের সালোয়ার পরিহিত অবস্থায় লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে তরুণীর জরায়ু রক্তাক্ত এবং স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ফোলা ও মলদ্বারেও রক্ত দৃশ্যমান।

গৌরীপুর সার্কেলের এএসপি আক্তারুজ্জামান পিপিএম জানান, ধারণা করা হচ্ছে অজ্ঞাতনামা কোন দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক কিশোরীকে ধর্ষণের পরে ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে লাশ গুম করার উদ্দেশ্যেই এখানে ফেলে রেখে গেছে। তারাকান্দা থানার এসআই মো. জালালউদ্দিন, মো. মোজাহিদুর রহমান ও মো. সানোয়ার হোসেন ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করেন।

ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তারাকান্দা থানার এসআই মো. জালালউদ্দিন বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। তিনি জানান এ রিপোর্ট পাঠানো পর্যন্ত উদ্ধারকৃত তরুণীর লাশের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশে ধর্মযুদ্ধের ডাক আল-কায়েদার

বাংলাদেশে এ বার কার্যত, 'ধর্মযুদ্ধ' শুরু করার ডাক দিল আল-কায়েদার বাংলাদেশী শাখা! এক বছরেরও কম সময়ে বাংলাদেশে যে ৬ জন লেখককে খুন করা হয়েছে, পুরোপুরি তার দায় স্বীকার করে নিয়েছে দুনিয়া কাঁপানো সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আল-কায়েদার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া শাখা। যা মূলত বাংলাদেশ থেকেই তার যাবতীয় 'অপারেশন' চালায়। শুধু দায় স্বীকার করে নিয়েই থেমে থাকেনি আল-কায়েদা। কোনও রাখ-ঢাক না রেখেই জানিয়ে দিয়েছে, কোনও ধর্মবিদ্বেষীকেই তারা রেয়াত করবে না। যে বা যাঁরা ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলবেন, তাঁদের বেছে বেছে খুন করা হবে। আজ, নয়তো কাল। কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না। এটাই 'ধর্মযুদ্ধ'।

আল-কায়েদার হালের এই ঘোষণায় দৃশ্যতই নড়েচড়ে বসেছে বাংলাদেশ সরকার। কী ভাবে ওই হামলা ঠেকানো যায়, তা নিয়ে প্রশাসনের প্রায় সর্ব স্তরেই শুরু হয়ে গিয়েছে আলাপ আলোচনা। লক্ষ্য করা যাচ্ছে তৎপরতাও।

বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, ''আমরা রীতিমতো উদ্বিগ্ন। আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে সব খতিয়ে দেখছি। তবে আমরা এখনই সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য করতে চাইছি না। বাংলাদেশে গত এক বছরে যে ৬ জন লেখক-ব্লগার খুন হয়েছেন, সত্যি-সত্যিই আল-কায়েদা তাঁদের খুনের দায় স্বীকার করে নিয়েছে কি না, সে ব্যাপারে আগে আমাদের সুনিশ্চিত হতে হবে।''

হিন্দু পরিবারের সর্বস্ব লুটের অভিযোগ ঢাকার নবাবগঞ্জে

ঢাকার নবাবগঞ্জ থানায় জিডি করায় এক হিন্দু পরিবারের বাড়িতে হানা দিয়ে সর্বস্ব লুট করে নিল মুসলিম দুষ্কৃতিদের দল। বড় তাসুল্যা গ্রামের রঞ্জিত কর্মকারের স্ত্রী মালতী কর্মকার অভিযোগ করে বলেন গত ২৫শে এপ্রিল, সোমবার দুপুরে উপজেলার চরখালী গ্রামের সোহেল নামে এক যুবকের নেতৃত্বে লুট ও হামলা হয়েছে। তার স্বামী রঞ্জিত কর্মকার বাংলাবাজারে 'মা জুয়েলার্স' এর কর্ণধার। তিনি বেশ কিছুদিন থেকে নিখোঁজ। দিন দশেক আগে চরখখালী গ্রামের সোহেল নামে এক যুবক হঠাৎ বাড়িতে এসে দাবি করে রঞ্জিত তার কাছ থেকে সুদে ৫০ হাজার টাকা ধার নিয়েছে। রঞ্জিত নিখোঁজ এই কথা শোনার পর সোহেল তার বাড়ী লুট করার হুমকি দেয়। ভয়ে গত শুক্রবার সোহেলের বিরুদ্ধে নবাবগঞ্জ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করলে ক্ষিপ্ত হয়ে সোমবার দুপুরে সোহেল অস্ত্রশস্ত্রসহ প্রায় ২০/২৫ জনকে নিয়ে এসে তার বাড়ীতে হামলা করে। এই সময় প্রাণ ভয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে যান তিনি।

বাংলাদেশে হিন্দুকে কুপিয়ে খুন

আবার হিন্দু হত্যা বাংলাদেশে। যে ভাবে কুপিয়ে খুন করা হচ্ছে বাংলাদেশে মুক্তমনাদের, ঠিক সেই ভাবেই। ৩০শে এপ্রিল, শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে বাংলাদেশের টাঙ্গাইলে। পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত ব্যক্তির নাম নিখিল জোয়ারদার। অন্য দিনের মতো এ দিনও তিনি সকালে বসেছিলেন তাঁর দর্জির দোকানে। আচমকাই একটি মোটরসাইকেলে করে দোকানের সামনে হাজির হয় দুই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। নিখিল জোয়ারদারকে কুপিয়ে খুন করে তারা বাইক নিয়ে পলিয়ে যায়। ঠিক যে ভাবে সম্প্রতি একের পর এক মুক্তমনা ব্লগারকে হত্যা করা হচ্ছে বাংলাদেশে, নিখিল জোয়ারদারের হত্যার ধরণও সেই রকমই। তফাতের মধ্যে নিখিল জোয়ারদার ব্লগার ছিলেন না। কিন্তু, তাঁর হত্যার পিছনেও ধর্মান্ধতা কারণ হিসেবে রয়েছে বলে মনে করছে টাঙ্গাইল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ২০১২ সালে হজরত মহম্মদকে নিয়ে আপত্তিজনক মন্তব্যের জন্য সপ্তাহ দুয়েক জেল খেটে আসেন নিখিল জোয়ারদার। সেই মন্তব্যের প্রতিশোধ নিতেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। খুনের ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমিনুল নামক এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে বলে এসএসপি মোহাম্মদ আসলাম জানান। তিনি বলেন, ''১লা মে, রবিবার ভোরে আমিনুল ইসলাম, গোপালপুর উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি বাদশা ও ঝন্টু নামে এক বিএনপি কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদের পর আটক করা হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজকে কাফনের কাপড় পাঠিয়ে হুমকি

মানিকগঞ্জের বালিয়াটী রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী পরিমুক্তানন্দ, সাটুরিয়া পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি সমরেন্দু সাহা সহ চারজনকে আনসাররুল্লাহ বাহিনী কাফনের কাপড় ও চিঠি দিয়ে হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সাটুরিয়া থানায় নিরাপত্তা চেয়ে সাধারণ ডায়রি করেছেন তারা।

সাটুরিয়া থানায় জিডি সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার বিকালে সাটুরিয়া উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি সমরেন্দু সাহা লাহোরের স্থায়ী ঠিকানায় ডাকযোগে ' এবিটি মানকিগঞ্জ জেলা' আরবি স্বাক্ষরে একটি চিঠি আসে।

চিঠিতে সাটুরিয়া পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি প্রভাষক সমরেন্দু সাহা লাহোর ('ভারতের দালাল' উল্লেখ করে), বালিয়াটি উদীচী শাখার সভাপতি আবুল হোসেনকে (ইসলামবিরোধী কর্মকান্ড' র জন্য)),বালিয়াটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. রুহুল আমিন (আওয়ামী দালাল হিসেবে), বালিয়াটী রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী পরিমুক্তানন্দকে (মুরতাদ' ঘোষণা করে) হুমকি দিয়েছে।

হুমকি দিয়ে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'তোমরা সীমা লংঘন কর না, নিশ্চই আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের ভালোবাসেন না (আল কুরআন ২ঃ১৯০), তোমরা পাপিষ্ঠ, প্রতারক ও নীচ প্রকৃতির। কাফিরদের মর্মান্তিক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। তোমরা আমাদের পরবর্তী টার্গেট,প্রস্তুত থাক।'

মঙ্গলবার সাটুরিয়ার ধর্মযাজক, পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি ও বালিয়াটী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতিকে হুমকি দেয়ার পর সাটুরিয়া পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি থানায় একটি সাধারণ ডায়রি করেছেন। ডায়রি নং ৪০৪, তারিখ- ১২.০১.১৬।

এ ব্যাপারে সাটুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মো. হাবিবুল্লাহ সরকার বলেন, 'মঙ্গলবার দিবাগত রাতে হুমকি পাওয়া ধর্ম যাজকসহ ৪ ব্যক্তিই আমার থানায় এসেছিলেন। পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি একটি ডায়রি করেছেন। আমরা তদন্ত করে দেখছি।'

হিন্দুদের হত্যার হুমকি দিয়ে বাড়ি বাড়ি লিফলেট

বাংলাদেশের হাজীগঞ্জের একটি গ্রামে রাতের আঁধারে হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি হত্যার হুমকি দিয়ে লিফলেট ছড়ানো হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

কম্পিউটার কম্পোজ করা লিফলেটটি কে বা কারা ছড়িয়েছে, তা উল্লেখ নেই লিফলেটে। তবে ভুক্তভোগী পরিবারগুলো তাদের পূর্বপরিচিত একটি পরিবারের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করছে।

ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার ৯ নম্বর গন্ধর্ব্যপুর ইউনিয়নের সর্বতারা গ্রামে। লিফলেটে সতর্ক করে দেয়া হয়, লিফলেটের পাওয়ার বিষয়টি কাউকে জানালে এর পরিণতি হবে মৃত্যু।

লিফলেটের লেখাটি হুবহু এ রকমঃ ''দুলাল তালুকদার, কিলটন, বাবুল চক্রবর্তী, সহদেব, দীপক ও নয়ন, নিমাই পন্ডিত, নিবাস তোমাদেরকে অনুরোধ করিতেছি যে তোমরা দয়া করে আমাদের বউমাকে ফেরত দাও এবং আমাদের নামে মামলাগুলো উঠিয়ে নাও ভাল হবে। তা না হলে তোমাদের সকলের লাশ পাওয়া যাবে, মাথা থাকবে এক জায়গায়, হাত থাকবে এক জায়গায়, বডি থাকবে আরেক জায়গায়। এবং এই কথা যদি কাউকে জানাও ভাল হবে না বলে দিলাম, মৃত্যু অবধারিত।''

স্থানীয় হিন্দু পরিবারগুলোর সূত্রে জানা যায়, ১০ই এপ্রিল, রবিবার ভোরে ঘুম থেকে উঠে তারা দেখেন কারো বাড়ির উঠানে, কারোর বসতঘরের সামনে কিংবা কারোর একেবারে ঘরের ভেতর দরজার সামনে ছোট লিফলেট। বীভৎসভাবে হত্যার হুমকি দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন তারা।

লিফলেটের ঘটনাটি জানাজানির পর দেখা যায়, একই এলাকার দুলাল তালুকদার বাড়ি, দীপক হাওলাদার বাড়ি, ঠাকুরবাড়ি, ডাক্তারবাড়ি, সহদেব ওরফে সিদ্ধার বাড়ি, নিমাই পন্ডিত বাড়ি, নয়ন বিশ্বাসের দোকানের বিভিন্ন স্থানে একই ধরনের লিফলেট পাওয়া যায়।

স্থানীয় স্কুলশিক্ষক ও লিফলেট পাওয়া দুলাল তালুকদার ওরফে দ্বিজেন্দ্র তালুকদার এই প্রতিনিধিকে বলেন, ''আমরা অনার্স পড়ুয়া মেয়েকে জোর করে ঢাকা নিয়ে আটকে রেখে বিয়ে করেছে বলে জানায় আমাদের এলাকার আলীর ছেলে আমজাদ হোসেন। এ ঘটনায় আমরা আইনের আশ্রয় নিলে আমজাদসহ অন্য আসামিরা জেলে যায়। এরই সূত্র ধরে লিফলেট ছড়ানো হয়েছে বলে আমাদের সন্দেহ।''

দ্বিজেন্দ্র তালুকদার আরো বলেন, ''শনিবার দিনের বেলা আলীর আরেক ছেলে ইমান হোসেন রামগঞ্জ থেকে এলাকায় এসে অনেকের সঙ্গে বিভিন্ন বাজে কথা বলেছে বলে আমরা শুনেছি ওবং গভীর রাত পর্যন্ত তাকে অনেকে রাস্তায় দেখেছে।''

লিফলেটের বিষয়ে একই রকম কথা বললেন বিধান চক্রবর্তী, নয়ন বিশ্বাল, সুমন বিশ্বাস, আরতী রানীসহ অন্যরা। তারা বলেন, সকালে ঘুম থেকে উঠেই লিফলেটটি পান তারা। এরপর লিফলেটের বক্তব্য পড়ে সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ ক্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ হাজীগঞ্জ উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সত্যব্রত ভদ্র মিঠুন বলেন, ''এই লিফলেট শুধু সর্বতারা গ্রামের হিন্দুরা নয়, পুরো উপজেলার হিন্দুরা আতঙ্কিত। এই লিফলেটের গডফাদারদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনার দাবী জানাচ্ছি।''

সাঁকরাইলে রামপূজা হল সাড়ম্বরে

গত বছর হিন্দুসংহতির সাঁকরাইলের কর্মীরা বেলতলায় নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা করে রামপূজা করছিলেন। এবার গঙ্গাসংলগ্ন রথতলায় রামের পূজা করে মিছিল সহকারে রাম, লক্ষণ ও সীতাদেবীর বিগ্রহ নিয়ে বেলতলার মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। মিছিল দীর্ঘ ছয় কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে। সমস্ত অনুষ্ঠানে হিন্দুসংহতির সহসভাপতি সমীর গুহরায় ও হাওড়া জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী মুকুন্দ কোলে উপস্থিত ছিলেন।

১৪ই এপ্রিল সকালে পূজা হওয়ার পর বিকাল ৫টার সময় একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বেরোয়। প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার তরুণ উপস্থিত ছিল। মহিলাদের উপস্থিতও ছিল চোখে পড়ার মতো। হিন্দুসংহতির কর্মীদের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা নিকটবর্তী হনুমান মন্দিরে এলে সংহতির সহসভাপতি সমীর গুহরায় হনুমান, মহাদেবের মূর্তিতে মালা পরিয়ে পূজা করেন। এখান থেকেই শোভাযাত্রা বেলতলা মন্দিরের দিকে এগিয়ে যায়। মুখে তাদের জয় শ্রীরাম, ভারতমাতা কী জয় ধ্বনি। পথে বিভিন্ন জায়গায় সংহতির কর্মীরা লাঠি খেলা প্রদর্শন করেন। রাত আটটার সময় বেলতলা মন্দিরে শোভাযাত্রা এসে পৌঁছায়। সেখানে আতসবাজি প্রদর্শনী, লাঠিখেলার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাঁকরাইলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী সহদেব থান্ডার।

গত ১৫ এবং ১৬ ই এপ্রিল রাম নবমী উপলক্ষে উলুবেড়িয়া মাজেরহাটি- বাণীপুর এলাকার মহা সমারোহে আয়োজিত হল রাম পূজা। হিন্দু সংহতির কর্মীরাই ছিলেন এই পূজার মূল উদ্যোক্তা। ১৫ তারিখ সংহতি সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য্য এই পূজায় উপস্থিত হন এবং স্থানীয় কর্মী লাল্টু শী এবং শ্রীমন্ত রায় সহ এলাকায় যুবকদের সাথে বার্তালাপ করেন। এর পরে তিনি বাগনানের কর্মীদের সাথে মিলিত হন এবং সংহতির বিশাল বাইক মিছিল এলাকার বিভিন্ন গ্রামে সংহতি কর্মীদের দ্বারা আয়োজিত রামপূজা পরিদর্শন করে।

চীনের সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা রাখে ভারতই ঃ মার্কিন কংগ্রেস সদস্য ইলিয়ট এঙ্গেল

এশিয়ায় চিনের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে ভারতই। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত নয়াদিল্লির সঙ্গে বোঝাপড়া বাড়ানো। বক্তা মার্কিন কংগ্রেসের এক সদস্য ইলিয়ট এঙ্গেল। কংগ্রেসের এক আলোচনাসভায় নিউ ইয়র্কের কংগ্রেস সদস্য এঙ্গেল বলেছেন, ভারত এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিধর রাষ্ট্র। দক্ষিণ চিন সাগর, প্রশান্ত মহাসাগরের মতো বিতর্কিত বিষয়গুলিতে চিনের বিরুদ্ধে সরব ভারত। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব আরও জোরদার করা। এঙ্গেলের এই মন্তব্যের জবাবে ডেপুটি সেক্রেটারি অফ স্টেট টনি ব্লিংকেন, তাঁরা ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে কংগ্রেসের সদস্যদের মতামতকে সবসময় গুরুত্ব দেন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জুনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন। তাঁর এই সফরের মধ্যে দিয়ে দুদেশের সম্পর্ক আরও ভাল হবে বলেই মত ব্লিংকেনের।

সাঁকরাইলে হিন্দু সংহতির কালীপূজা

হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত মারেঙ্গা কলাতলা গ্রাম। সেই গ্রামে গ্রামে ১৮০ ঘর হিন্দুর বাস। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। এই ১৮০ ঘর হিন্দু দীর্ঘদিন ধরে শ্মশানকালীর পূজা করে আসছে। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত হিন্দু শ্মশানকালীর পূজায় অংশগ্রহণ করে। সারারাত ধরে পূজা চলে। এবারও শ্মশান কালীমাতার পূজা সাড়ম্বরে গত ১০ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত হল।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিনের এই পূজায় আশপাশের অঞ্চল থেকে হিন্দুদের মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম পেরিয়ে আসতে হয়। আগে হিন্দু পুণ্যার্থীদের মুসলিমরা প্রায়ই উত্যক্ত করতো। বিশেষ করে মহিলাদের। প্রতিবাদ করতে গিয়ে বহুবার হিন্দুদের মার খেতে হয়েছে। কয়েকবছর আগে সারেঙ্গা কলাতলার হিন্দুরা হিন্দু সংহতিতে যোগ দেয়। হিন্দু সংহতির সহযোগিতায় গ্রামবাসীদের মনোবল বাড়ে। তারা মুসলিমদের সমস্ত রকম অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে থাকে। ফলে অবস্থার পরিবর্তন হয়।

দীর্ঘদিন পর কাশ্মীরে খুলল শতাব্দী প্রাচীন মন্দির

দীর্ঘ ২৭ বছর পর অবশেষে ঘন্টা ধ্বনি শোনা গেল কাশ্মীরের শতাব্দী প্রাচীন মন্দির ভেতাল বেড়ো-তে। শ্রীনগরের বহু প্রাচীন শহর রায়নাওয়াড়িতে একসময় নিবাস ছিল কাশ্মীরী পন্ডিতদের। ১৯৯০ সালে বলপূর্বক তাদের স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করা হয়। সেই সময় থেকেই বন্ধ ছিল বহু ইতিহাস জড়িত শতাব্দী প্রাচীন হিন্দু মন্দিরটি। প্রায় তিন দশকের মাথায় অবশেষে প্রার্থনার জন্য খুলে দেওয়া হল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে ওই মন্দিরে অমরনাথ যাত্রীদের জন্য ভোগ রান্না হতো। এদিন বেড়ো দেবের জন্মজয়ন্তীতে মন্দিরের পুনরায় দ্বারোদঘাটনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু কাশ্মীরী পন্ডিত। সেইসঙ্গে ভারতের বাইরে ও সুদূর যুক্তরাষ্ট্র থেকেও অনেকে এসেছিলেন।

সংহতি সভাপতির উত্তরবঙ্গ সফর

হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ ও উপদেষ্টা শ্রী চিত্তরঞ্জন দে গত ১২ই এপ্রিল উত্তরবঙ্গ সফরে যান। মূলতঃ উত্তরবঙ্গের প্রমুখ কর্মীদের নিয়ে তিনি ঘরোয়া মিটিং-এ বসেন। ভোটের সময় কর্মীদের করণীয় কাজ কী সে বিষয়ে তাদের সচেতন করেন। এছাড়া বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কর্মীদের কাছ থেকে তাদের অঞ্চলের খবর নেন।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কেটে নিয়ে কৃপালের দেহ পাঠাল পাকিস্তান!

পাকিস্তানের জেলে মৃত ভারতীয় নাগরিক কৃপাল সিংহের হৃদপিন্ড, পাকস্থলী এবং লিভারহীন দেহ ফেরত পাঠালো পাকিস্তান। পাকিস্তানের তরফে জানানো হয়েছে, ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। তবে ঘটনাটি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

পাকিস্তানে গুপ্তচর বৃত্তি করা এবং নাশকতার অভিযোগে ১৯৯২ সালে ভারত-পাক সীমান্তের খুব কাছ থেকে কৃপাল সিংহকে গ্রেফতার করে পাক সীমান্তরক্ষী বাহিনী। পাকিস্তানের আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং মৃত্যুদন্ডের নির্দেশ দেয়। কিন্তু মৃত্যুদন্ড কার্যকর হওয়ার আগেই কোট লাখপত জেলে কৃপালের মৃত্যু হয়েছে। পাক কর্তৃপক্ষ জানায়, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

পোস্টমর্টেম এবং নানা সরকারি আনুষ্ঠানিকতা মেটার পর কৃপাল সিংহের দেহ ভারতে পাঠানো হল তাঁর মৃত্যুর প্রায় এক সপ্তাহ পর। দেহ আসার পর দেখা গিয়েছে, তাতে তিনটি অঙ্গ নেই। কিন্তু, মৃত্যুর পর কৃপাল সিংহের দেহ এক সপ্তাহ সে দেশে থাকা সত্ত্বেও ওই তিন অঙ্গের ফরেনসিক পরীক্ষা এর মধ্যে করে নেওয়া গেল না কেন? কৃপাল সিংহের পরিবার প্রশ্ন তুলেছে তা নিয়েই। মৃতের পরিজনদের দাবী, ভারতে আলাদা করে পোস্টমর্টের করা হোক।

২০১৩ সালে পাকিস্তানের কোট লখপত জেলে ভারতীয় বন্দি সরবজিৎ সিংহের উপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছিল। সেই হামলায় তাঁর মৃত্যু হয়। কৃপাল সিংহ সরবজিতের সেলেই থাকতেন। নিজের শহর পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরে তাঁর শেষকৃত্য হবে। মঙ্গলবারই কৃপাল সিংহের দেহ তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জেল থেকে লেখা তাঁর শেষ চিঠিটিও পরিবারের হাতে পৌঁছেছে। সেই চিঠি লিখলেও আর পোস্ট করার সুযোগ পাননি কৃপাল। চিঠিতে লেখা রয়েছে, ''আমি ভাল নেই। তোমরা আজকাল আমাকে চিঠি লিখছো না। ....দয়া করে আমার জন্য ভাল উকিল ঠিক করে আমার মুক্তির ব্যবস্থা করো। তোমরা কি আমার মৃতদেহ দেখার অপেক্ষা করছো?'' কৃপাল সং-এর চিঠি বলছে, তিনি কোন বিপদের আশঙ্কাতেই ছিলেন।

৬ পাতার শেষাংশ

ইসলামী যুদ্ধনীতি

প্রয়োজন। প্রথমতঃ ওই এলাকার সমস্ত পানির কূপ গুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। নিজের আয়ত্তে একটি কূপ রাখায় মুসলমান সৈন্যদের পানির অভাব হয়নি। অন্যদিকে কোরাইশগণ পানির অভাবে অর্ধমৃত হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ পানীয় জলের উৎস বন্ধ করে মোহাম্মদ নতুন যুদ্ধনীতির আনয়ন করলেন।

বোখারি শরিফের ২৮০৮ নং হাদিসটি একবার দেখা যাক। হাদিসটির বর্ণনাকারী জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্। তিনি বলেন, নবীজি বলেছেন, ''যুদ্ধে ধোঁকা রণকৌশল মাত্র।'' ২৮০৭ নং হাদিসে আবু হুরায়রা জানাচ্ছেন নবী করিম (স) বলেছেন, যুদ্ধ হলো চক্রান্ত, ধোঁকা বা কৌশল মাত্র। সোজা কথায় স্বীকার করতে হচ্ছে যুদ্ধধর্মের বা নীতির সরাসরি পরিবর্তন ঘটালেন নবীজি। না, হিন্দু বা অন্য জনজাতির ইতিহাসে যুদ্ধকে কখনো ধোঁকা বলা হয়নি।

ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্য জাতীয়তা বিরোধী

ফিরহাদ হাকিমের (ববি হাকিম) বিস্ফোরক মন্তব্যে উত্তাল পশ্চিমবঙ্গসহ গোটা দেশ। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদায়ী মন্ত্রী ফিরহাদ এবারও কলকাতা বন্দর এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। তিনি তাঁর নির্বাচনী অঞ্চল গার্ডেনরিচ এক বিদেশী সাংবাদিককে দেখাতে নিয়ে গিয়ে বলেন, 'চলুন আপনাকে কলকাতার মিনি পাকিস্তান দেখিয়ে আনি।' প্রসঙ্গত ওই সাংবাদিক পাকিস্তানের বিখ্যাত 'ডন' পত্রিকার। ফিরহাদ হাকিমের এই মন্তব্য পত্রিকায় আসার পর থেকেই সর্বত্রই তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এমনকি তাঁর রাজনৈতিক দলের সদস্যও এ ব্যাপারে তাঁর পাশে দাঁড়াতে রাজি হয়নি। কিছুদিন আগেই নারদা কান্ডে ববি হাকিমের নাম জড়িয়ে পড়ে। তারপর এক পাকিস্তানি সাংবাদিকের কাছে তাঁর এরূপ মন্তব্য ভোটের সময় তার দলকেই অস্বস্তিতে ফেললো বলে ওয়াকিবহল মহলের ধারণা।

গত ২৯ শে এপ্রিল পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডন নিউজের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সাংবাদিক মাহেলা হামিদ সিদ্দিকি দাবি করেন, নিজের বিধানসভা কেন্দ্র কলকাতা বন্দরে সফরসঙ্গী করার আগে ফিরহাদ হাকিম তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছিলেন 'চলুন আপনাকে কলকাতার মিনি পাকিস্তান দেখিয়ে নিয়ে আসি।' নিজের প্রতিবেদনে শিরোনামে ও প্রথম লাইনে 'মিনি পাকিস্তান' শব্দদ্বয় ব্যবহারও করেছেন সিদ্দিকি।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686